জামাআতে ইসলামীর গঠণতন্ত্র ও মওদূদী আকীদার স্বরূপ-

মূলঃ

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ)

ভূমিকা ঃ

হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রঃ)

জামাআতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র ও মওদুদী আকীদার স্বরূপ-

মূলঃ—শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ)
অনুবাদঃ—আবুসাবির মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ্

সৌজন্যঃ-
শায়খুল ইস্‌লাম একাডেমী
প্রকাশকঃ-
আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্রাহীম
সেক্রেটারী শাঃ ইঃ একাডেমী

www.pathagar.com

জামাআতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র ও মওদুদী আকীদার স্বরূপ-

অনুবাদ ঃ- আবুসাবির মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

প্রকাশক ঃ- হাফিয, আবূজা' ফর মুহাম্মদ ইবরাহীম

প্রকাশকাল ঃ- জুলাই, ১৯৯২ ইং

প্রাপ্তিস্থান ঃ- জামিয়া মাদানিয়া রাজযুল বাড়িয়া, সাভারচকবাজার ও বায়তুল মুকাররম সহ দেশের সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

অলংকরণে ঃ- কাজী হারুনুর রশীদ

মুদ্রনে ঃ- দি প্রিন্টার্স এন্ড কম্পিউটার
১৩১/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া
ঢাকা-১২১৯
ফোন ঃ ৪১৬৪৭৬, ৪১৮১৮০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

মূল্যঃ ৪০ টাকা

www.pathagar.com

উৎসর্গ

জানাশীনে শায়খুল ইসলাম ফিদায়েমিল্লাত, বর্তমান বিশ্বের আধ্যাত্মিক মুরুব্বী হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ মাদানী দামাত বারবকাতুহু এর দস্তে মুবারকে–

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বৈচিত্রময় বৈশিষ্টের লীলাভূমি এ উপমহাদেশ। একদিকে হক ও হক্কানিয়্যাতের প্রতীকী প্রতিষ্ঠাণ দারুল উলূম দেওবন্দকে বক্ষে ধারণ করে হয়েছে সে ধন্য। অপরদিকে এর উর্বর ভূমিতে আগাছা ও জন্মেছে প্রচুর। পাঞ্জাবের সুফলা সোনালী যমীনে প্রাদুর্ভাব হয়ে ছিল মিথ্যা নবীর দাবীদার গুলাম কাদিয়ানী সহ আরো অনেক ফিৎনার।

কিন্তু মাআনা আল্লাইহি ওয়া আসহাবী—যে পথেআছি আমি আর আমার সাহাবী—এই ইরশাদে নবভীর মূর্ত প্রতীক দারুলউলূম দেওবন্দের অমিত তেজা সূর্য সন্তানেরা, দূর্জয় সাহসে এগিয়ে আসেন সে আগাছার মূলউৎপাটনে। এবং উড়িয়েছেন তারা হক ও হক্কানিয়্যাতেব বিজয় কেতন। সে, ইতিহাসের এক সোনালী অধ্যায়।

মাওলানা (?) সাইয়্যিদ আবুল আলা মওদূদীর অতিসুক্ষ্ম, অথচ ভ্রান্ত চিন্তাধারা যখন মনোহারী শ্লোগান নিয়ে বিভ্রান্তির জাল বিস্তার করে, হিমালয়ান এ উপমহাদেশে। তখন এগিয়ে আসেন, সে দূর্জয় বিপ্লার এক অপরাজেয় সৈনিক, বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনারী, কুতবুল আলম, শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ)। তিনি উম্মতকে সতর্ক করে লিখেছেন, মওদূদী দস্তুর ও আকায়িদ কী হাকীকত নামক এক প্রামান্য বই। সে দিন তার এ ডাকে সচেতন হয়েছেন, এদেশের সর্বস্তরের উলামায়ে কিরাম।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অধুনা কতিপয় মওদূদী পন্থী বক্সামিষ্টদের মাঝে মাওলানা (?) মওদূদী ও উলামায়ে কিরামের উক্ত বিরোধকে মওদূদী—মাদানী দুই মনীষীর রাজনৈতিক বিরোধ বলে

www.pathagar.com

চালিয়ে দেয়ার একটি অপপ্রায়াস লক্ষ্য করা যায়। আশ্চর্য! যেখানে সমগ্র উপমহাদেশের সকল শ্রেণীর উলামায়ে কিরাম, মাওলানা (?) মওদূদীর ভ্রান্ত আকীদার ব্যাপারে শত শত বই লিখেছেন, সেখানে এটাকে মওদূদী–মাদানী, দুইমনীষীর রাজনৈতিক বিরোধ বলে আখ্যা দেয়া দিনে দুপুরে পুকুর চুরি বৈ আর কি ? হযরত মাদানীর উক্ত বই ও এ নির্জলা বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবসানে সহায়ক হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

সুতরাং বাংলাদেশে এধরনের একটি প্রামাণ্য বই–এর প্রয়োজন দীর্ঘ দিনের। তাই আমরা উক্ত বইটির অনুবাদ প্রকাশের চিন্তা ভাবনা করি। এবং মাওলানা আবূ সাবির মুহাম্মদ আবদুল্লাহকে বইটি অনুবাদ করে দেয়ার জন্য বারবার অনুরোধ জানাই। তিনি অতি তাড়াহুড়ার ভিতর দিয়ে অনুবাদ শেষ করেন। এবং ছাপার কাজ ও সমাপ্ত হয় অল্প সময়ের মধ্যে। তাই ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সব কিছু অকপটে স্বীকার করছি। আশা করি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তবে এ বলে প্রশান্তি পাচ্ছি যে, এ বিষয়ে অন্তত একটি প্রামান্য বই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হল।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় ভাই জনাব সিরাজুলইসলাম বিক্রমপূরী, ও জনাব ডাক্তার ইমরানুল হক (রতন) ভাইকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। প্রকাশনার এ অমসৃন সফরে তারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে পাথেয় যুগিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে উত্তম জাযা দিন। আমাদের সবাইকে হক বুঝার ও আ–মরণ হকের উপর টিকে থাকার তৈফীক দান করুন।

বিনীত
প্রকাশক

www.pathagar.com

অনুবাদকের আর্য

হক–বাতিলের কুরুক্ষেত্র এ পৃথিবী। আবহমান কাল থেকে চলে আসছে উভয়ের সংঘাত। আর চলবেও তা–কিয়ামাত। ইতিহাসের সে অমোঘ ধারায় সূচনা লগ্ন থেকেই ইসলামকেও মুকাবিলা করতে হয়েছে নানা বিধ বাতিলের। কখনও বাহিরের সাথে। আবার কখনও ভিতরের সাথে। বাহিরের বাতিলের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে হয়েছে বটে, তবে ভিতরের বাতিল দ্বারা ক্ষতি হয়েছে অধিক। কথায় বলে ঘরের শত্রু জঘন্য! তাই তো মুনাফিকদের সম্পর্কে কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে মুনাফিকগণ জাহান্নামের নিম্ন স্তরে থাকবে। ইসলামের মুখোশধারী য়াহুদী মায়ের কুটিল সন্তান ইবনে সাবা ও শিয়া ইত্যাদী গুমরা ফিরকা গুলোর চক্রান্তে ইসলাম ও মুসলিম সাম্রাজ্য কত বার বিপন্ন হয়ে হছে! কত বার তাকে মুকাবিলা করতে হয়েছে ইতিহাসের ভয়াবহতম সংকটের।

সে বেদনা দায়ক চিত্র আজও তারীখের পাতায় কালো হরফে অংকিত আছে ! বাতিনিয়াদের জঘন্য হত্যাকান্ডের নির্মম শিকার হতে হয়েছিল মুসলিম উম্মার শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে। তাদের গুপ্ত হত্যার কালো তালিকায় অর্ন্তভূক্ত ছিলেন, ক্রুসেড় বিজয়ী বীর সেনানী সালাহউদ্দীন আয়ূবী ও ইমাম ইবনে তায় মিয়ার ন্যায় মনীষীগণও। অকারণে কতইনা রক্ত ঝরিয়েছে তারা নিষ্পাপ মুসলিম সন্তানদের। এখানেই ক্ষান্ত নয়, ইসলামের স্বরূপ বিকৃতি, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরামকে দীনের যে মিযাজের উপর গড়ে তোলে ছিলেন, দীনের যে সহীহ

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা চলে আসছিল নিরবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরায়, তা মুছে ফেলে উম্মতকে সর্বগ্রাসী গুমরাহীর অতলতলে নিমজ্জিত করার ষড়যন্ত্রও তারা কম করেনি।

কিন্তু না, প্রিয় নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বেই উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন, ইসলামের ভিতরে গজে উঠা বাতিল ফিরকা গুলো সম্পর্কে। ইরশাদ হয়েছে আমার উম্মত তিহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। এক জামাআত ছাড়া সবায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, নাজাতপ্রাপ্ত, তারা কারা ? ইরশাদ হল যারা আমি ও আমার সাহাবীদের মত ও পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারা। এমনি আরো বহু হাদীছে হুযুর (সাঃ) ভিতরের বাতিল ফিরকা গুলো সম্পর্কে উম্মতকে সাবধান করেছেন।

এ উম্মত কখনও গুমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ হবেনা। তা– কিয়ামাত এক জামাআত হকের উপর অটল অবিচল থাকবে, কোন কিছুই তাদেরকে হক ও হক্কানিয়াতের কেন্দ্রবিন্দু হতে চূল পরিমাণ বিচ্যুৎ করতে পারবেনা। পূর্ব সূরীদের কাছ থেকে প্রত্যেক পরবর্তী একটি আদিল, নির্ভরযোগ্য জামাআত ইলমে ওহী ধারণ করতে থাকবে। তারা চরম পন্থীদের বিকৃতি, বাতিলের অপমিশ্রন, মূর্খদের অপব্যাখ্যা খন্ডন করে দীনকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করবে। প্রত্যেক শতাব্দীতে আগমন করবেন মুজাদ্দিদ, তারা দীনের সংস্কার সাধন করবেন। এসব হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎদ্বাণী। সুতরাং ইতিহাস সাক্ষী, যখনই কোন বাতিল তার বিষাক্ত ফণা নিয়ে উদ্যত হয়েছে, ইসলামের পবিত্র সত্তায় ছোবল হানতে, তখনই ওয়ারিছে নবী উলামায়ে কিরাম ভেঙ্গে দিয়েছেন তাদের বিষদাত। মুকাবিলা করেছেন জীবনের বাযি লাগিয়ে, আপোষহীন ভাবে। এবং উম্মতকে রক্ষা করেছেন সকল বিভ্রান্তির হাত থেকে। সে এক স্বর্ণ উজ্জল ইতিহাস।

মাওলানা (?) সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, এক মেধাবী, ক্ষুরধার লেখনী শক্তির অধিকারী, চিন্তাশীল উদ্যমী পুরুষ। কিন্তু দু'র্ভাগ্য, বড়ই আপসোস. সে মেধাটি কোন হক্কানী আলিমের কাছ

www.pathagar.com

থেকে পায়নি দীনের সহীহ্ সমজ। নিরবিচ্ছিন্নসনদপরম্পরায় চলে আসা দীনের নবতী মিযাজ। ফলে সেচ্ছাচারী হয়ে উঠে সে মেধা! তার হৃদয় কোন দিন উদ্ভাসিত হয়নি কোন খোদা প্রেমিক হক্কানী বুযুর্গের সুহবতের বরকতে। ফলে সে হৃদয়ে জাগ্রত হয়নি হক–বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার ন্যায় নূরে বসীরাত।

সুতরাং এর অনিবার্য পরিণতি যা হবার তাই হল। তার শক্তিশালী কলম যে গতিতে চলল য়ূরোপীয় তাহ্যীব তামাদ্দুনের বিরুদ্ধে, ঠিক সেই গতিতেই চলল সে বলিষ্ঠ কলমের পাগলাঘোড়া ইসলাম ও ইমলামের ধারক বাহক সাহাবায়ে কিরাম, মুজাদ্দিদীন ও উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধেও।

এমন কি সে ঔদ্ধত কলমটি আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামের সুবিশাল মর্যাদার সামনে এসেও একটু সংযতহয়নি। ফলতঃ জন্ম নিল এক ভয়াবহ ইলমী ফিৎনা, অতি সুক্ষ গুমরাহী!

এগিয়ে এলেন ওয়ারিছেনবী উলামায়ে কিরাম এফিৎনার মুখোশ উন্মোচন করতে। তাদের উপর অর্পিত সে দায়িত্ব সম্পাদনে। এফিৎনা যখন সমগ্রউপমহাদেশে বিভ্রান্তির জাল বিছিয়েদেয়। কতিপয় নামী দামী আলিমও যখন এর মধুময় শ্লোগানে সম্মোহিত হয়ে পড়েন। (পরে অবশ্য তারা ভূলবুঝতে পেরে এ জামাআত ত্যাগকরেন) এরমনোহারি লেবেলের চমৎ কারিত্বে হারিয়ে যান তারা। উন্মার এহেন দূর্দিনে হক ও হক্কানিয়্যাতের প্রতীকী প্রতিষ্ঠান আযহারুল্লহিন্দ মাদরেইলমী দারুল্লউলূম দেওবন্দের শায় খুলহাদীছ বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রসেনানী শায়খুলআরব ওয়াল আজম, কুত্বুল আলম, শায়খুলইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদহুসাইন আহমদ মাদানী (রাঃ) অগ্রসর হলেন, তার সুগভীর ইলমী পান্ডিত্য নিয়ে। খোদা প্রদত্ত নূরে বসী রাত, ও অন্তদৃষ্টির আলোক বর্তিকা নিয়ে। মাওলানা (?) মওদূদী বিরচিত দস্তূরে জামাআতে ইসলামীর (গঠন তন্ত্র, জামাআতেইসলামী বাংলাদেশেনামে বাংলায় প্রকাশিত) মৌলিক আকীদা শিরো নামের ৬

www.pathagar.com

নং দফার উপর হযরত কুরআন হাদীছের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উক্ত গঠনতন্ত্রে মাওলানা (?) মওদূদী জামাআতে ইসলামীর সকল সদস্যের জন্য মৌলিক আকীদা শিরোনামে ৬নং দফায় যে কয়টি অপরিহার্য আকীদা উল্লেখ করেছেন, তাহল রাসূলে খোদা ব্যতীত কাউকে সত্যের মাপ কাঠি মনে না করা কাউকে সমালোচনা উর্ধেমনে না করা, কারো মানসিক গুলামীতে লিপ্ত না হওয়া।

হযরত মাদানী বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, উক্ত আকীদা কুরকান– হাদীছের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত। মূলতঃ উক্ত আলোচনা টি একটি পত্রের জবাব। যা পরবর্তীতে মওদূদী দূস্তর ও আকায়িদ কী হাকীকত নামি প্রকাশিত হয়।

পুস্তকের প্রামান্যতা ও অকাট্যতার জন্য হযরত মাদানীর নামই যথেষ্ঠ। উপরন্তু এর দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন বিশ্ব বিখ্যাত দারুল উলম দেওবন্দের মুহতামিম হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী তৈয়াব (রঃ) তার জ্ঞান গর্ভ দার্শনিক কলমে। যা পুস্তকের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি করেছে।

বাংলাভাষায় এ বিষয়ে এ ধরনের প্রামান্য গ্রন্থ আরেকটি প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ পুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্যমী ছাত্র, কুত্‌বুল আলম হযরতকারী ইব্‌রাহীম (রাঃ) এর আওলাদ স্নেহাস্পদ হাফিজ আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম, বইটির প্রয়োজন অনুধাবন করে পুস্তকটির অনুবাদ করে দেয়ার জন্য অধমকে বারবার অনুরোধ জানায়। এবং অতিসত্তর ছাপানোর আশাবাদ ব্যক্ত করে। তাই অনেক তাড়া হুড়ার ভিতর দিয়ে অনুবাদ শেষ করতে হয়েছে। তবুও চেষ্টা করেছি অনুবাদ সাবলীল ও প্রাঞ্জল করতে।

অনুবাদের স্বাচ্ছন্দের স্বার্থে ক্ষেত্র বিশেষ মূল উর্দূর পুনঃ আবৃত্তি বাদ দিতে হয়েছে। এবং পাঠকের সুবিধার্থে জায়গা বিশেষ অনুবাদকের পক্ষ হতে টীকা সংযোজিত হয়েছে।

www.pathagar.com

পরিশেষে সুহৃদ পাঠকের খেদমতে, অভিনিবেশের সাথে বইটির আদ্যপান্ত পাঠ করার অনুরোধ থাকল। বইটির বিষয়বস্তু যেহেতু একান্ত ইলমী, তাই কোন বিষয় জটিল মনে হলে হক্কানী উলামায়ে কিরামের কাছ থেকে বুঝে নেয়ার পরামর্শ রইল। জামাআতে ইসলামীর ভাইদের সমীপে আরয আশা করি সকল গোড়ামী হটকারিতা, সংকীর্ণতা ও অন্ধত্বের উর্ধে উঠে মুক্ত মনে, হিদায়াতের সন্ধানী হয়ে বইটি পড়বেন। কারণ ব্যাপারটা হক–বাতিলের। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হক বুঝার, হকের উপর টিকে থাকার তৈফীকদান করুন।

আবূ সাবির আবদুল্লাহ
জামিয়া মাদানিয়া,
রাজফুলবাড়িয়া, সাভার ঢাকা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী তৈয়ব (রাঃ)
সাবেক মুহ্‌তামিম দারুল উলূম দেওবন্দ এর

ভূমিকা

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ـ

কিছুদিন পূর্বে দারুল উলূম দেওবন্দের জনৈক ফাযিল সার্টিফিকেট চেয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন এ অধমের নামে। তাতে প্রসঙ্গত মওদূদী চিন্তাধারা এবং লেখক নিজে মওদূদী আকীদায় বিশ্বাসী হওয়ার আঙ্গিক সম্পর্কে মত প্রকাশ করা হয়। চিঠির ভাবধারা সংশোধন প্রয়াসী দেখে শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী দয়াপরবশ হয়ে তাকে একটি পত্র লিখেন। এতে মওদূদী চিন্তাধারার কতিপয় বুনিয়াদীদফা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এবং ইসলাহের (সংশোধন) প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। হযরত শায়খের উক্ত চিঠি আকীদাও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে একটি পরিপূর্ণ ও সুষম মানদন্ডের মর্যাদা রাখে। এবং অতিসহজে সে মানদন্ডের নিরিখে সাম্প্রতিককালের সীমালংঘী মতবাদসমূহ বিশেষতঃ মওদূদী চিন্তাধারা সম্পর্কে হক–বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে। হযরত, উক্ত ইরশাদ নামায় (পত্রে) মওদূদী রচনাবলীর কোন ফরয়ী (শাখা প্রশাখাগত) বা জুয্‌ঈ (অ–মৌলিক গৌণ) বিষয়ে আলোচনা করেননি। তাহলে হয়তঃ বা একে মওদূদী সাহেবের ব্যক্তিগত মত বা নিজস্ব ইজতিহাদ ও কিয়াস আখ্যা দিয়ে জামায়াত তার মাথা থেকে বোঝা হালকা করতে পারতো। এমন ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তাই করা হয়। কিন্তু না, উসূলী (মৌলিক, আকীদাগত) বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন উক্ত পত্রে। অধিকন্তু তা জামাআ'তে ইসলামীর গঠণতন্ত্রে উল্লেখিত একটি মৌলিক দফা, যা নেতা কর্মী সবার নিকট

www.pathagar.com

সমভাবে গ্রহন যোগ্য। এবং সবার জন্য সমান হুজ্জাত ও মাপ কাঠি। সুতরাং "জামাআতে ইসলামীর গঠণতন্ত্র" নামে প্রকাশিত সংবিধান যদি জামাআ'ত স্বীকার করে থাকে (অবশ্যই স্বীকারকরে কারন জামাআতের অস্তিত্ব এ, সংবিধানের ভিত্তিতেই গঠিত হয়) তাহলে নিংসন্দেহে গঠণতন্ত্রের এ, ধারা, "রাসূলে খোদা ব্যাতীত আর কাউকে সত্যের মাপ কাঠি বানাবেনা, কাউকে সমালোচনার উর্ধেমনে করবেনা, কারো যিহ্নী গুলামীতে [১] (মানসিকদাসত্বে) লিপ্ত হবে না" গোটা জামাআ'তের একটি স্বীকৃত মূলনীতি ও মৌলিক আকীদা।

তাই হযরত শায়খের চিঠিতে উক্ত বুনিয়াদী আকীদার বিশ্লেষণ করে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে যে, পাকড়াও করা হয়েছে তা নিশ্চয় গোটা জামাতের বিরুদ্দে হুজ্জাত হবে। এবং জামাআত কে সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও গোড়ামীর উর্ধে উঠে ঠান্ডা দিলে চিন্তা করতে হবে। কারণ বিষয়টা আকীদার, পার্থিব নয়, সম্পূর্ণ পারলৌকিক। উক্ত দফার উপর হযরত শায়খ কুরআন সুন্নাহর আলোকে যে, আলোচনা করেছেন তা সামনে আসার পূর্বে আমার ইচ্ছা তার অন্তর্ণিহিত রহস্যাবলী উদঘাটন করতে। তাতে সে বিষয় গুলো বুঝতে সহজ হবে যা এ চিঠির প্রতিপাদ্য নয়।

---

(১) "যিহনী গুলামী" (মানসিকদাসত্ব) শব্দদ্বারা মওদূদী সাহেব সম্ভবতঃ "তাকলীদ" কেবুঝিয়েছেন। কিন্তু এ অর্থে উক্ত পরিভাষা নিতান্ত গলত ও বিভ্রান্তিকর। গুলামী অর্থ কোন ব্যক্তিসত্তার সামনে নত হওয়া, কারো দাসত্ব গ্রহন করা। এক গুলাম (দাস) প্রভুর গুলাবলী যোগ্যতার সামনে নয়, নিছক ব্যক্তি– মালিকের সামনে অবনত হয়। বস্তুত সে যতই বোকাসোকাও মুর্খ হোক না কেন। পক্ষান্তরে কোন অসাধারণ পান্ডিত্যের অধিকারী "আকল (যুক্তি নির্ভরজ্ঞান) ও নকলের (বর্ণনা নির্ভরইলম) মূর্ত প্রতীক গুণধর ব্যক্তির কথা মেনে চলার নাম তাকলীদ। এক মুকাললিদ (কোন ইমামের অনুসারী) ইমামে মুজতাহিদের বিশাল ইলমী যোগ্যতা ও সুউচ্চ মর্যাদার অনুকরন করে থাকে। ব্যক্তি মুজতাহিদের নয়।

www.pathagar.com

উক্ত দফায় মওদূদী সাহেব রাসূলে খোদা ব্যাতীত অন্য কাউকে হকের মাপ কাঠি বানাতে কাউকে সমালোচনার উর্ধে মনে করতে নিষেধকরেছেন। তবে এ নিষেধাজ্ঞা তখনই যথার্থ হবে যদি শরীআত আর কাউকে হক বাতিলের মাপ কাঠি নির্ধারণ না করে থাকে। এবং সমালোচনার উর্ধেমনে না করে। শরীআ'ত যদি কাউকে হক–বাতিলের মাপ কঠি নির্ধারণ করে তবে তাকে মি'য়ার হক (হকের মাপ কাঠি) এবং তানকীদের (সমালোচনার) উর্ধে মনে করতে কোন অপরাধ নেই। সুতরাং উক্ত দফার গলিতার্থ হল রাসূলে খোদা ব্যাতীত আর কেউ হক–বাতিলের মি'য়ার হতে পার বেনা, কেউ সমালোচনার উর্ধেহবে না, কেউ যিহ্নী গুলামীর উপযুক্ত নয়।

তথাপি কেউ যদি আপনা থেকেকাউকে মি'য়ারেহক নির্ধারণ করে এবং তানকীদের উর্ধেমনে করে তাহলে সে অবশ্যই শরী আ'তের দৃষ্টিতে অপরাধী হবে। সে হেতু আমাদের আলোচনা হবে মওদূদী সাহেবের এদৃষ্টি ভঙ্গির উপর যে, "রাসূলে খোদা ব্যাতীত আর কেউ হক বাতিলের মি'য়ার হতে পারবে না, কেউ সমালো চনার উর্ধে নয়।"

গুলমীর ক্ষেত্রে মালিকের ব্যক্তি সত্তাই মুখ্য, কামাল বা গুনাবলী নয়। পক্ষান্তরে তাকলীদের বেলায় মুজতাহিদের কামাল সামনে থাকে, ব্যক্তি নয়। গুলামী আগা গোড়ায় জবর, বাধ্য বাধকতা, নিছকদাসত্ব, যেথানে নিজস্ব ইচ্ছা শক্তির কোন অবকাশ নেই। না পারে গুলাম, মালিক নির্বাচনে নিজস্ব যোগ্যতা প্রয়োগ করতে, না স্বীয় মালিকের গুনাগুনের প্রতিলক্ষ রাখতে।উভয়দিকে ব্যক্তি, ব্যক্তি সত্তার বলিষ্ট বহিঃপ্রকাশ। একদিকে লোভলালসা ও ভয় ভীতি, অন্য দিকে প্রভাব প্রতি পত্তি, বাধ্য বাধকতা ও দোর্দন্ড পরাক্রমের চরম পরাকাষ্ঠো। বিবেক বুদ্দি, বিবেচনা, গুনাবলী যোগ্যতা এখানে কলংক, চিন্তা, চেতনা, বুদ্ধি বিবেচনা গুনাবলী, যোগ্যতা এখানে শূন্য। আর তাকলীদ; এখানে সাগ্রহ আনুগত্য জ্ঞানের চৈতন্য, পরম ভক্তি শ্রদ্ধাও আন্তরিক বিশ্বাস থাকে সদা জাগ্রত। বাধ্য বাধকতা, চাপ ও বল প্রয়োগরে নাম গন্ধ ও নেই এখানে। গুলামী হল সম্পূর্ন নির্বুদ্দিতা, মুর্খতা, পক্ষান্তরে তাকলীদ উৎসারিত হয় বিবেক বুদ্দিও চিন্তা চেতনার অনুকরণ থেকে।

www.pathagar.com

উক্ত দফাকে যদি সকল ব্যাপকতার সাথে কিছুক্ষনের জন্য মেনে নেয়া হয় তাহলে প্রশ্ন হবে স্বয়ং রাসূলে খোদা যদি কাউকে মি'য়ারে হক নির্ধারণ করেন বা কারো ব্যাপারে মি'য়ারে হক হওয়ার সাক্ষী প্রদান করেন, কিংবা মি'য়ারে হক হওয়ার নীতিমালা বর্ননা করেন এবং সে নীতি মালার আলোকে কাউকে মি'য়ারেহক সাব্যস্ত করা হয়। তাহলেও কি তিনি মি'য়ারে হক হতে পারবেন না। যদি পারেন তবে মওদূদী সাহেবের বর্ণিত উক্ত নীতি "রাসূলে খোদা ব্যাতীত কেউ মি'য়ারে হক হতে পারবেনা" সম্পূর্ন গলত। আরযদি রার্সূলে খোদার (সাঃ) ইরশাদ সত্বেও তিনি ব্যাতীত আর কেউ মি'য়ার না হন, তাহলে মাআ'যাল্লাহ (আল্লাহ না করুন) স্বয়ং রাসূলে খোদা মি'য়ারে হক হতে পরবেননা। উভয় সূরতে উক্ত দফা ভূল প্রমানিত হয়। একসূরতে তার নেতি বাচকদিক "রাসূলে খোদা ব্যতীত কেউ মি'য়ারে হক নয়" বাতিল হয়ে যায়। দ্বিতীয় সূরতে তার ইতিবাচক দিক "কেবল রাসূল খোদা মিয়ারে হক" গলত প্রমানিত হয়। এসংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার একটিই পথ তাহল আমরা রাসূলের (সাঃ) ইরশাদ অনুযায়ী রাসূলে খোদাব্যাতীত নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি দেরকেও মিয়ার হক মনে করে সমালোচনার উর্ধেস্থান দিব।

সুতরাং রাসূলে খোদা সত্তাগত ভাবে মিয়য়ারে হক, আর অন্যরা রাসূলের (সাঃ) ইরশাদ অনুযায়ী মিয়ার হবেন।

তাকলীদ; সাময়িক জয্‌বা নয়, নিছক আবেগ আপ্লুতা নয়। বরং অগাধ ইলমী কামালের নির্ঝরিণী স্ফূরিত, জ্ঞান ভান্ডারের অনুকরণের নাম তাকলীদ। এখানেই ক্ষান্ত নয়। এর সর্ম্পক আরোউপরে অতিসু উচ্চে; যেখানে নত হওয়ার মাঝেই মানবতার মর্যাদা। মুদ্দা কথা তাকলীদ ইতাআ'তের (যৌক্তিক আনুগত্য) নাম। আবদিয়্যাত, গুলামী, জবর, বাধ্য বাধকতা ওবল প্রয়োগের নাম নয়। সুতরাং কোথায় আবদিয়্যাত ও গুলামী? কোথায় ইত্তিবা' (অনুকরণ) ও আকীদতমান্দী (ভক্তি–শ্রদ্ধা)? কোথায় স্বার্থপরতা ভয়ভীতি ও লোভ লালসা আর কোথায় মুহব্বাত (ভালবাসা) ও ফানায়িয়্যাত (আত্ন উৎসর্গিতা)? একদিকে বিবেক বিবেচনা, দলীল প্রমান, অন্য দিকে জড়তা, অথর্বতাও সম্পন্দন হীনতা। একদিকে হৃদয়ের আবেদন, প্রবল আন্তরিক টান অপর দিকে বিমুখতা আর ঘৃনা। একখানে আক্‌ল বুদ্ধি ছিকায় অন্য খানে আকলের নেতৃত্ব। বলুন কোথায় নির্বাপিত চেরাগ, আর কোথায় দেদীপ্যমান সুর্য! কাজেই "যিহ্নী গুলামী" কস্মিন কালেও "তাকলীদের" ভাষ্যকার হতে পারে না। বস্তুত এক সুদূর প্রসারী হীন পরিকল্পনা নিয়েই তাকলীদের ভাষ্যের জন্য এহেন নিচু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

প: দ্র: ঃ

www.pathagar.com

মি'য়ারে হক

এখন একটি মাত্র প্রশ্নই বাকী থাকে। তাহল রাসূলে খোদা, আর কাউকে মিয়ারে হক নির্ধারণ করেছেন কি?

কাউকে সামালোচনার উর্ধেস্থান দিয়েছেন? কাউকে যিহ্নী গুলামীর উপযুক্ত ঘোষনা করেছেন কি?

এর সংক্ষিপ্ত জবাব হল, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নাম উল্লেখ করে যাদেরকে হক–বাতিলের মি'য়ার নির্ধারণ করেছেন, যাদের সমালোচনা থেকে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন, যাদের যিহ্নী গুলামীর (তাকলীদ অর্থে) নির্দেশ দিয়েছেন তারাহলেন সাহাবায়ে কিরামের পূত পবিত্র জামাআ'ত।

সাহাবায়ে কিরাম মি'য়ারে হক হওয়া, কোন কিয়াসী বা ইজতিহাদী বিষয় নয়। বরং তাদের কে মি'য়ারেহক ঘোষণা করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম দ্যর্থহীন সুস্পষ্ট হিদায়াত দিয়েছেন। সুতরাং ইরশাদ হয়েছেঃ–

তাহল উত্তেজনা ও বিভেদসৃষ্টি এবং নব প্রজন্মের অন্তরে তাকলীদের প্রতি অনীহা বরং ঘৃনার উন্মেষ ঘটান। যাতে তারা আকাবিরে উম্মতের তাকলীদ থেকে বিমুখ হয়ে– স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে। কারণ বর্তমান যুগে গুলামীর চেয়ে ঘৃন্য আর অন্য কোন শব্দ নেই।

আজ সকল জাতি গোষ্টি, ব্যক্তি আযাদীর জন্য পাগল পারা, ক্ষমতাসীন জাতি ক্ষমতাহীনদের গুলাম বানানোর নিত্য নতুন ফন্দি আঁটছে। এ কেই বানিয়েছে তাদের অভিস্ঈত লক্ষ্য। ফলে ক্ষমতাহীন দের মাঝে আসছে স্বাধীনতার উদগ্র কামনা, সোচ্চার হচ্ছে তারা আযাদীর দাবীতে। আজ তাদের কাছে নিকৃষ্টতম শব্দ হল গুলামী। এ শব্দ শুনলেই ঘৃনায় তাদের গা রি রি করে উঠে।

সুতরাং নিউ জেনারেশন কে তাকলীদ (সুযোগ্য উলামায়ে কিরাম ও ইমামগণের অনুসরণ) থেকে বিমুখ করার জন্য এরচে উত্তম পন্থা আর কল্পনা করা যায়না। এমন এক শব্দে তাকলীদের তার জমা করা হোক যা শুনলেই আজকের লোক গুলো শিউরে উঠে। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শব্দদ্বয়ের মাঝে আসমান–যমীন অপেক্ষা অধিক তফাত বিদ্যমান।

www.pathagar.com

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق امتى على ثلث و سبعين ملة كلهم فى النار الا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال ما انا عليه و اصحابى (مختصرا عن المشكوة)

অর্থঃ– আবদুল্লাহ ইবনে আম,র ইবনে আ'স বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই হিওয়াসাল্লাম ইরশাদকরেন আমার উম্মত তিহাত্তর মিল্লাতে বিভক্ত হবে। এক মিল্লাতছাড়া সবাই জাহান্নামী হবে। প্রশ্নকরা হল তারা (নাজাত প্রাপ্ত) কারা? ইরশাদহল যারা আমার ও আমার সাহা বাদের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (সংক্ষেপিত মিশাকাত)

(১) উক্ত হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাই হিওয়াসাল্লাম ইসলামী ফিরকা গুলোর জান্নাতী জাহান্নামী হওয়া তথা হক বাতিলের মি'য়ার ঘোষণা করেছেন, তাহল আমার ও আমার সাহাবী দের পথ। এখানে লক্ষনীয় যে, ব্যক্তি থেকে পৃথক করে নিছক তরীকা ও পথ কে মি'য়ার নির্ধারণ করেন নি। বরং নিজের বরকত পূর্নযাত ও সাহাবায়ে কিরামের পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের মত ও পথ কে মি'য়ার নির্ধারণ করেছেন। অন্যথা মি'য়ার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করার আদৌ প্রয়োজন ছিলনা।

من هم ? নাজাত প্রাপ্ত কারা? প্রশ্নের জবাবে ما انا عليه و اصحابى "আমি ও আমার সাহাদের মত ও পথ" এর পরিবর্তে ماجئت به "আমি যা নিয়ে এ সেছি" ছিল অতি সহজ উত্তর। অর্থৎ শরী আ'ত হক মি'য়ারে হক। তবুও শরী আ'তকে ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করে উল্লেখকরার অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে যে, কেবল কাগজের কালদাগ, মি'য়ার হতে পারেনা। বরং সে পবিত্র যাত (ব্যক্তিসত্তা) হল মি'য়ার, কাগজের কালো চিত্র যাদের অস্তিমজ্জায় সদাজাগ্রত থাকে জ্যন্তছবি হয়ে। দীন যাদের রক্ত মাংসে

www.pathagar.com

মিশে আছে হৃদয়ের স্পন্দন হয়ে। এখন আর কেউ একটা কে অপরটা থেকে পৃথক করে দেখতে পারবেনা। মুদ্দাকথা কেবল লেটাবিচার মি'য়ারে হক হতে পারে না। বরং তারাহলেন মি'য়ারে হক যারা লেটারিচারের বাস্তব চিত্র। সুতরাং সূরা আনকাবূতে ইরশাদ হয়েছেঃ

بل هو ايٰت بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد
بايٰتنا الا الظّٰلمون ٥

অর্থঃ বস্তুতঃ যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল যালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকারকারি। আরো লক্ষণীয় যে মত ও পথকে ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করার পরম্পরায় দৃশ্যতঃ ما এর পর انا। আমি শব্দের উল্লেখ যথেষ্ঠ ছিল।

বস্তুত "যিহ্নী গুলামী" এটা কোন ইসলামী পরিভাষাই নয়। নিছক বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টির হীন স্বার্থে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে এ শব্দটি আবিস্কার করা হয়েছে। আমরা অবশ্যই তাকলীদের প্রবক্তা। তবে তাকলীদ অর্থ কখনও যিহ্নী গুলামী নয়। কারণ তাকলীদের মাঝে ইততিবা'র (অনুসরণ) মনোভাব ও আছে আবার জ্ঞানের সচেতনতাও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হয়েছে—

على بصيرة انا و من اتبعني

অর্থঃ—আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহবান করি সজ্ঞানে এবং আমার অনুসারী গনও।

উক্ত আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের জন্য (উম্মতের প্রথম অনুসারী জামাআ'ত) একদিকে যেমন ইত,তিবা'র প্রমান করা হয়েছে অন্য দিকে তাদের বসীরাত ও চেতনা বোধের কথাও বলা হয়েছে। এখানে সর্ব প্রথম যে চেতনা জাগ্রত হয় তাহল, এ, কথা কার, কে সে ব্যক্তিত্ব, যার আমি অনুসরণ করছি?

অথচ যিহ্নী গুলামী হল সম্পূর্ণ চেতনা হীনতা ও জড়তার নাম, যা কখনও মুমিনের গুন হতে পারেননা। আমরা যখনই উক্ত শব্দটির এখানে উল্লেখ করেছি তা মওদূদী সাহেবের বক্তব্যের নকল মাত্র। অন্যথা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সম্পূর্ন অর্থহীন একটি শব্দ। সুতরাং এটা কোন শরয়ী বা আকলী বক্তব্যের তার জুমান (ভাষ্যকার) হতে পারেনা। কাফির দের কর্তৃক তাদের বাপ দাদার অন্ধ অনুকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে হয়ত কিছুটা ফিট হতে পারে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ হক বাতিলের মাপ কাঠি হবেন একমাত্র রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাই হিওয়াসাল্লাম নিজের সাথে সাহাবায়ে কিরাম কেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তাতে দিবা লোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে যে বিভিন্ন ফিরকাহ ও চিন্তাধারার হক বাতিল নির্ণয় করার ক্ষেত্রে রাসূলে খোদার ন্যায় সাহাবায়ে কিরামও মি'য়ার। সুতরাং রাসূলে খোদার (সোঃ) উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতেকোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির হক বাতিল যাচাই করার জন্য এটা দেখে নেয়াই যথেষ্ট যে, তারা সাহাবায়ে কিরামের মত ওপথে প্রতিষ্ঠিত আছে কি? তাদের আনুগত্য করছে, না বিরুদ্দাচারণ করছে? তাদেরসম্পর্কে সু-ধারণা রাখছে, না-কুধারনা রাখছে? তাদের প্রতি বিশ্বাসী আস্থাশীল, না অনাস্থা পোষণ কারী? উক্ত বক্তব্যে এহাদীছ নস্‌সে সারীহ। অর্থৎ সাহাবায়ে কিরামের মি'য়ার হক ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যেই উক্ত হাদীছ ইরাশাদ হয়েছে।

(২) উক্ত হাদীছে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাই হিওয়াসাল্লাম নিজের মত ও পথকে অবিকল সাহাবায়ে কিরামের মত ও পথবলে উল্লেখ করেছেন। এর সারবত্তাহল, তাদের পথে চলা আমার পথে চলা, তাদের অনুসরণ আমার অনুসরণ করা। এঠিক যেন এমন যেমন আল্লাহ তা'আলা রাসূলে করীম (সোঃ) সম্পর্কে ইরাশাদ করেছেন-

من اطاع الرسول فقد اطاع الله .

অর্থঃ- যে, রাসূলের অনুসরণ করল, সে আল্লাহর অনুসরণ করল, আল্লাহর ও রাসুলের আনুগত্যের অভিন্নতা বর্ণনা করা এআয়াতের উদ্দেশ্য। রাসুলের পথ যেটা সেটাই আল্লহর পথ, আল্লাহর আনু গত্যের মাপ কাঠিহল, রাসুলের আনুগত্য।

এখানেও ব্যাপারটা তাই। সাহাবায়ে কিরামের আনুগত্য, অনুসরণ কে রাসূলে খোদা, হুবহু নিজের আনুগত্য বলে ঘোষনা করেছেন। এর অর্থ দাড়ায় রাসূলের আনুগত্য প্রত্যক্ষ্য করতেহলে সাহাবায়ে কিরামের আনুগত্য লক্ষ করতে হবে। সাহাবাদের

www.pathagar.com

অনুসরণ বাকী থাকলে রাসূলে আকরামের ইত্‌তিবা' ও বাকী থাকবে। অন্যথা নয়। সাহাবায়ে কিরাম ও রাসূলুল্লাহর মত ও পথ এক অভিন্ন। সুতরাং রাসূল যেমন হক–বাতিলের মি'য়ার হবেন, সাহাবায়ে কিরাম ও তাই হবেন। উল্লেখিত হাদীছ থেকে কেবল সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত ও মর্যদাই প্রমানিত হয় নি, তাদের গ্রহন যোগ্যতা ও অনুকরণীয় হওয়াই ছাবিত হয়নি, বরং তারা হক বাতিলের মাপ কাঠি হওয়াও প্রমানিত হয়েছেদ্যর্থহীন ভাবে। তারা কেবল হকের উপর প্রতিষ্টিত, তাইনয় বরং তারা হক–বাতিল যাচাই করার মানদন্ডও বটেন। সাহাবাদের মিয়ারহওয়ার আকীদা নিছক তাদের ফযীলতে বর্নিত হাদীছ সমূহ থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে আবিস্কার করা হয় নি। বরং রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাই হিওয়াসাল্লাম নিজের সাথে সাথে তাদের মি'য়ার হওয়ার ওসাক্ষ্য দিয়ে ছেন।

সুতরাং তাদের হক–বা তিলের মি'য়ার হওয়া হাদীছের নস দ্বারা সুপ্রমানিত। (১)

---

(১) সাহাবায়ে কিরাম মি'য়ারে হক হওয়া কুরআনকরীম দ্দারাও সুপ্রমানিত। সুতরাং সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে–

وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء

অর্থঃ– যখন তাদের কে বলাহয় যে, সকল লোক (সাহাবায়ে কিরাম) ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মত ঈমান আন, তারা বলে নির্বোধগন যে রূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনব?

সূর বাকারায় আরো ইরশাদ হয়েছে

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ط وإن تولوا فإنما هم في شقاق ط

অর্থঃ– তোমরা (সাহাবীগন) যাতে ঈমান এনেছ তারা যদি সে রূপ ঈমান আনে তবে নিশ্চয় তারা হিদায়াত পাবে। আরযদি তারামুখ ফিরিয়েলয় তবে তারা নিশ্চয় বিরুদ্দভাবাপন্ন। উক্ত আয়াতদয়ে আল্লাহ তাআলা' কাফির দেরকে সাহাবাযে কিরামের মত ঈমান আনতে আহবান করেছেন, অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম যে, কয়টি বিষয়ে ঈমান এনেছেন যে ব্যাখ্যায় এনেছেন, তাদের ঈমানরে যে, কায়ফিয়্যাত ছিল ঠিক সে রূপ ঈমান আনলে তারা হিদায়াত প্রাপ্তহবে। অন্যথায় তারা বিরুদ্দবাদী। এতে সুস্পষ্ট বুঝাযায় ঈমানিয়াতের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম মি'য়ারে হক। সুতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রে ও তারা মি'য়ার হবেন–অনুবাদক

www.pathagar.com

তারা সকল সমালোচনার উর্ধে

(৩) রাসূলে খোদার সাথে, সাহাবায়ে কিরাম ও হক বাতিলের মি'য়ার প্রমানিত হওয়ার পর, তাদের সমালোচনার অধিকার অন্যকারো থাকবে কী? না, থাকতে পারে না। বরং উন্মতের সহীহ গলতের ফয়সালা দেয়ার অধিকার তাদের। যাচাই বাছাই বিচার বিশ্লেষনের ক্ষমতা একমাত্র মি'য়ারের। অথের এ কি করে সম্ভব, যে নিজের ভাল মন্দ পরখ করার জন্য পথ চলছে হঠাৎ পথিমধ্যে নিজেই মি'য়ার সেজে আপন বিচার বিশ্লেষনের পরিবর্তে মি'য়ারের বিরুদ্দে বিচারকের আসন গ্রহন করল।

সুতরাং রাসূলে খোদা (সাঃ) যেমন হক বাতিলের মি'য়ার হওয়ার কারনে সকল সামালোচনার উর্ধে, তেমনি সাহাবায়ে কিরাম মি'য়ার হওয়ার সুবাদে সকল বিচার বিশ্লেষনের উর্ধে হবেন। কাউকে মিয়ারে হক স্বীকারকরে নেয়ার পর আবার তার সমলোচনা করা স্ববিরোধীতা বৈকী?

উক্ত হাদীছের আলোকে সাহাবায়ে কিরাম অবশ্যই মিয়াবেহক। তাই নিশ্চয় তারা যাবতীয় তানকীদের ও উর্ধে হবেন।

অন্যথা তারা মিয়ার থাকবেন্না। অথচ হাদীছ তাদের মিয়ার হওয়া ঘোষনা করছে দ্যর্থহীন ভাবে।

যিহ্নী—গুলামী

(৪) সাহাবায়ে কিরাম হক বাতিলের কষ্টি পাথর হওয়ার অর্থ, এটা হতেই পারেনা যে, অন্যের হক বতিল হওয়া, তাদের মাধ্যমে নির্ণিত হবে, কিন্তু স্বয়ং তারা হক ও নয় বাতিল ওনয়। যেমন কষ্টি পাথর দ্বারা সোনার খাদ নিখাদ ধরা পড়ে, তবে পাথর নিজে খাদ নিখাদ কোনটাই নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কে নিজের সাথে মিলিয়ে মি'য়ারে হক ঘোষনা করেছেন।

www.pathagar.com

আর এটা সুস্পষ্ট যে, রাসূল (সাঃ) মি'য়ার হওয়ার অর্থ হল তিনি হক ও সাদাকাতের (সত্যের) মূর্ত প্রতীক। যেখানে বাতিলের সামান্যতম আছড় লাগাও অসম্ভব। তেমনি সাহাবাদের মি'য়ার হওয়ার অর্থ হল তারা হকের জ্যান্ত ছবি। এখন মিয়ারে হকের মর্ম এদাড়ায় তাদের মত ও পথের নিরিখে একদিকে যেমন হক বাতিলের পরিপূর্ন ব্যাবধান সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, অন্যদিকে হকের সন্ধান ও কেবল তাদের নিকটই পাওয়া যাবে। তারা হকের পরি পূর্ণ নমূনা, উন্মতের প্রথম আদর্শ জামাআ'ত। হকের পরিচয় তাদের কাছ থেকে জানা যাবে, আবার তাদের কাছ থেকেই হক হস্ত গত হবে। তাদের কামিল ইত্তিবা, পরিপূর্ন অনুসরনের মাঝেই নিহিত হক প্রাপ্তির গ্যারান্টি। সুতরাং যারা সাহাবাদের অনুসরণ করবে তারাই আহলে হক, হকেরউপর প্রতিষ্ঠিতা তারা সে নিকষে উত্তীর্ন হবে। আর যারা সাহাবাদের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করবে, তাদের বিরুন্দাচরণ করবে, তারা বাতিল। তারা কখনও উক্ত নিরিখে উত্তীর্ণ হতে পরবেনা। ইতাআ'ত ও আনুগত্যের সর্বনিম্নস্তর হল সমালোচনা না করা, দোষ ও নিন্দাবাদ নাকরা। তাদের সত্যায়ন করা। তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা। মিথ্যা ধোকা প্রতারণার অপবাদ না লাগান। এবং তাদেরকে সত্য বাদী ও বিশ্বস্তমনে করা। যাদের অন্তরে ইততিবার এ নিম্ন স্তরও বিধ্যমান নেই সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ যাদের সামনে থাকবেনা কস্মিণ কালেও তারা হক লাভ করতে পারবেনা। তাদের হৃদয় তটে হক বাতিলের ব্যবধান সৃষ্টির চেতানও জাগ্রত হবেনা। সাহাবায়ে কিরাম প্রথম মু'মিন। হকের প্রতি তারাই প্রথম মুবাললিগ। কুরআন হাদীছ সে পূত পবিত্র জামাআ'তের মাধ্যমেই পরবর্তীতের নিকট পৌছেছে। সুতরাং কোন এক সাহাবীর প্রতি বিমুখতা, তার সমালোচনা, বস্তুতঃ দীনের সে অংশের প্রতি অনীহা যা সংশ্লিষ্ট সাহাবীর বর্ণনায় পরবর্তী দের নিকট পৌছেছে। বর্ণনা কারী যদি অনির্ভরযোগ্য হন তবে দীনের তার বর্ণিত অংশ ও অনির্ভর যোগ্য হবে। আল্লাহ না করুন, যদি যাকে, তাকে লাগাম হীন ভাবে সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনার অধিকার দিয়ে দেয়া হয় যেমন মওদূদীসাহেব মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন, "রাসূলে খোদা

www.pathagar.com

ব্যাতীত কাউকে সমালোচনার উর্ধেমনে করবেনা, "কারো যিহনী গুলামীতে লিপ্ত হবেনা" তাহলে দ্বীনের কোন অংশ নির্ভর যোগ্য থাকবে না, উন্মতের কোন ব্যক্তি দীনদার হতে পারবে না। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের সামালোচনাকারী বরং এটাকে মৌলিক আকীদা হিসাবে বিশ্বাসকারীদের প্রথমতঃ নিজের দীনের খবর নেয়া উচিত, যে তা বাকী আছে না শেষ হয়ে গেছে? মুদ্দাকথা আনুগত্য ও যিহনী গুলামীর নিম্নস্তর হল সাহাবায়ে কিরামের প্রতিসুধারণা পোষন করা ও তাদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকা। কারন কাউকে দোষী মনে করে তার অনুগত হওয়া অসম্ভব। দোষ কে দোষ জেনে তার আনুগত্য সম্ভব নয়।

উক্ত হাদীছের আলোকে উন্মতেরমাঝে হক পন্থী জামাআ'ত তারাই যারা সর্বোতভাবে সাহাবায়ে কিরামের সত্যায়ন করেন, তাদের নির্ভর যোগ্যতা ও পবিত্রতা ঘোষনা করেন। নিঃসন্দেহে সে অনুগত শ্রেনী বা, যিহনী গুলামীর জ্যন্তছবি হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত। তাদের আকীদা হল সাহাবায়ে কিরাম সবাই আ'দিল, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত। তাদের প্রত্যেক কাজের প্রেরণা সৎ, পবিত্র, নিয়্যাত সহীহ্, ইরাদা সাচ্ছা। তাদের আপসে ঝাগড়া–ঝাটিও হয়েছে তবে এর উদ্দেশ্য ছিল ভাল। তাদের বিরোধ ও আমাদের বন্ধুত্ব থেকে উত্তম ফলদায়ক ছিল। তাদের নফস আম্মারা (মন্দকাজের নির্দেশদান কারী প্রবৃত্তি) ছিলনা। মুতমায়িন্নাহ ছিল। তাদের অন্তর তাকওয়া তাহারাতের প্রান কেন্দ্র ছিল। তাদের পরীক্ষাগ্রহন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তাআ'লা।

তাদের নিসফে মুদ সদকা, আমাদের পাহাড় সম সদকা থেকে উত্তম। তারা ছিলেন কৃত্রিমতা মুক্ত। তাদের জ্ঞান ছিল সুগভীর, স্বচ্ছ। তাদের তাওহীদ ও ইখলাসের সামনে উন্মতের তাওহীদ ইখলসের কোন তুলনাই হয়না। হয়ত হাসান বসরীর বক্তব্য অনুসারে আমীরে মুআভিয়ার ঘোড়ার নাকের ডগার বালিও হাজার হাজার ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের চেয়ে উত্তম। কারণ মুআভিয়া সাহাবী ওমর ইবনে আব্দুল আযীয তাবিঈ। (রুহুলমাআনী) উল্লেখিত গুনাবলী মানস পটে উপস্থিত থাকার পর সাহাবায়ে কিরামের

www.pathagar.com

সমালোচনার প্রশ্নই অন্তরে উকিমারতে পারেনা। তাবে হাঁ যিহ্নী গুলামীর প্রশ্ন অবশ্য উদিত হতে পারে। সুতরাং এনকলী (বর্ননা গত) দীনে, পরর্বতীগণ সর্বোত ভাবে যাদের মুখা পেক্ষী রেওয়ায়াতের (বর্ননার) ক্ষেত্রেও দিরায়াতের (ফিকহ্ ব্যাখ্য ও তত্ত্ব) ক্ষেত্রেও। তিলাওয়াতের বেলায়ও। তা'লীম তাযকিয়ার (আত্মশুদ্দি) বেলায়ও ইজমাল–তাফসীল সকল পর্যায়ে আমরা যাদের মুহ্তাজ তাদের যিহ্নী গুলামী ছাড়া পথ কি?

রাসূলে খোদা যখন তাদের কে উন্মতের বিভিন্ন ফিরকার হক বাতিলের মাপ কাঠি নির্ধারণ করেছেন, এমন মাপ কাঠি যে কেবল তাদের মাধ্যমেই হক–বতিলের পৃথকিকরণ সম্ভব এবং এক মাত্র তাদের কাছ থেকে হক হাসিল হয়, এমতাবস্থায় তাদের যিহ্নী গুলামী ব্যাতিরেকে বিকল্প কি? রাফিযী খারিজী, মু'তাযিলী সহ অন্যান্য ফিরকা গুলো বাতিল এজন্য ঘোষিত হয়েছে যে তারা সাহাবায়ে কিরাম কে সমালোচনার উর্ধে মনে করতনা, তাদের যিহ্নী গুলামীর প্রতিসম্মত ছিলনা। বরং তাদের নিন্দাবাদ করত। অথচ রাসূল (সাঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় সাহাবায়ে কিরামের সামালোচনা থেকে সতর্ক করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–আমার সাহাবী দের সমালোচনা করবেনা, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তারা হিদায়াতের নক্ষত্র। তাদের মাধ্যমে পথের দিশা লাভ হবে। সুতরাং যারাতাদের সমালোচানর পরিধি সে পবিত্র জামাআত পর্যন্ত বিস্তৃত করতেচায় যারা খেলতে খেলতে পাকা শ্মশ্রু মন্ডিত মুরব্বীর সাথেও বেআদবী করতে অভ্যস্ত তারা নিঃসন্দেহে আহ্লে সুন্নাতওয়াল জামাআতের বিরোধী, বাতিল। এখন চাই তারা নতুন বাতিল হোক বা পুরাতন বাতিলের অনুসারী হোক। কিন্তু আহ্লেহক নয় তারা।

(৫) উক্ত হাদীছ এব্যাপারেওদ্যর্থহীন যে সাহাবা কিরামের বিরোধীতার দ্দারাই নতুন ফিরাকা জন্ম নিবে। কারন তারা হক বাতিলের মিয়ার। তাদের অনুসরণ দ্দারা কোন নতুন ফিরকার প্রাদুর্ভাব ঘটবেনা। বরং তারা সে পুরাতন নাজী (মুক্তি প্রাপ্ত) জামাআতের উরপই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এবং তারা সাহাবায়ে

www.pathagar.com

কিরামের মাধ্যমে নিজেদের রূহানী সম্পর্ক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে সক্ষমহবে। রাসূলে খোদার যুগে একটি দলই মুক্তি প্রাপ্ত ছিল, তারাহল সাহাবায়ে কিরামের জামাআত। পরবর্তীতে যত দল উপদল সৃষ্টি হয়েছে তারা তাদের বিপরীত পথে চলেই হয়েছে। এবং তারা এজন্যই নাহক সাব্যস্ত হয়েছে। যেহেতু তারা মি'য়ারে হক (সাহাবায়ে কিরাম) থেকে পৃথক হয়েছে। সুতরাং যারা সকল সাহাবীর প্রতি শ্রদ্ধা মহব্বত ও ভক্তি পোষণ করবে, সাহাবায়ে কিরামকে সমালোচনার উর্ধেমনে করবে, প্রত্যেকে কে অনুসরণযোগ্য বিশ্বাস করবে তারা কোন ফিরকানয়। বরং তারা আসল জামাআ'ত। তাদের আকীদা আ'মলের সনদ প্রথম যুগের সে পূত পবিত্র জামাআ'তের সাথে সর্ম্পৃক্ত। প্রকৃত পক্ষ্যে তারাই আহ্লে সুন্নাতওয়াল জামাআ'ত নামে অবিহিত হওয়ার যোগ্য। পক্ষান্তরে যারা সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনাকরে বরং এটাকে আকীদা হিসাবে বিশ্বাস করে তারা মূলতঃ শিকড বিহীন আগাছা উৎপন্ন করছে। আকর্ষণীয় লেবেলে দীনের নতুন নতুন ব্যাখ্যাকরে উন্মতের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। জনগনকে বিভ্রান্ত করছে। দীনের নামে সরল প্রান মু'মিন মুসলমানদের ঈমান আকীদা দুর্বল করার পায়তারাকরছে। বস্তুত এরাই ফিরকা। কস্মিন কালেও তারা জামাত নামে অবিহিত হওয়ারযোগ্য নয়। তারা যতই নিজদেরকে জামাআ'ত বলে চিৎকার করুক না কেন। সার কথাহল উল্লেখিত হাদীছ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে সাহাবায়ে কিরামকে মি'য়ারে হক ঘোষণা করেছেন স্বয়ং রাসূলে খোদা সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ফলে আজপর্যন্ত উন্মত তাদের নিরিখেই ভাল–মন্দ হক–বাতিল নির্ণয় করে আসছে। এবং কিয়ামত পর্যন্ত হক বাতিলের ফয়সালা তাদের ইলম ও আমলের ভিত্তিতে হতে থাকবে।

এমতাবস্থায় মওদূদীসাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামাআতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের দফা, "রাসূলে খোদা ব্যতীত আর কেউ হকের মাপ কাঠি এবং সামলোচনার উর্ধেনয়" কেবল হাদীছের পরিপন্থীনয় বরং নিজকে মিয়ারে হক দাবীর নামান্তর। যার নিরিখে সাহাবায়ে

www.pathagar.com

কিরাম কেও জাচাই করার ধৃষ্টতা দেখান হয়েছে। বস্তুতঃ যে নীতির উপর আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তরস্থাপন করা হয়েছে নিজের বেলায় এসে সর্ব প্রথম সেটাইলংঘন করা হয়েছে। এবং সলফ (পূর্ভসূরী) খলফ (উত্তরসূরী) সবার জন্য নিজেই মি'য়ার সেজেবসলেন।

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم

(৬) উক্ত হাদীছ থেকে এটাও সুস্পষ্ট যে কোন নিদিষ্ট দু এক জন সাহাবী নয় বরং সকল সাহাবী মি'য়ার হক–

আসহাবী, বহু বচন শব্দদ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে কোন প্রকার তারতম্য ছাড়া প্রত্যেক সাহাবী মি'য়ারে হক, অনুসরণীয়। হাদীছে একদিকে যেমন ইজমালী ভাবে সকল সাহাবীর অনুসরণের হুকুম দেয়া হয়েছে পৃথক পৃথক ভাবে নাম নিয়েনিয়েও তাদের অনুসরণের নিদেশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের ঈমান আমলের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ মি'য়ার হওয়ার পরও যদি তার অনুসরণ জরুরী না হয় তবে সে মি'য়ার থাকবে না। আর সকল সাহাবাকে যেহেতু মিয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেহেতু কোন প্রকার তারতম্য ছাড়া সবাই অবশ্যই অনুকরণীয় হবেন। এখানে একটি সন্দিহের অপোদন জরুরী, তাহল যখন সাহাবায়ে কিরামের মাঝে বিভিন্ন ফরয়ী মাস আলায় মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় তখন অবশ্যই এক জনের অনুকরণ করতে গেলে অন্যদের অনুকরণ থেকে হাত গুটিয়েনিতে হবে এমতাবস্থয় সবার অনুকরণ অসম্ভব আর তা কখনও সম্ভব হয় ও নি। জবাব হল এ যে একজনের অনুকরণ যদি অন্যদের প্রতি আযমত ও শ্রদ্দা বোধ রেখে হয় তবে এটা সবার অনুকরণ বলে গন্য হবে। যেমন নবুওয়াতেরক্ষেত্রে কার্যত অনুসরন করা হয় এক রাসুলের। কিন্তু মি'য়ারে হক সবাই। সবার প্রতি সমান আযমত, ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করা হয়। এবং এটাই সকল নবীর অনুকরণ বলে গন্য হয়। পক্ষান্তরে এক জনেরও সমালোচনা করে সবার অনুসরণও অনুসরণ বলে গন্য হবেনা।

বরং এটা সবার বিরোধীতা, সবার প্রতি কটাক্ষের শামিল। ফরয়ী মাস আলায় সাহাবায়ে কিরামের মাঝে মত ভিন্নতা থাকা

www.pathagar.com

সত্ত্বেও তারা পরস্পরে পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একে অপরের আযমত ইহতিরাম জরুরীমনে করতেন

এর বিপরীত ঘুনাক্ষরেও শত্রু করতেন না। যেমন রাসূল গন (আঃ) শরীআতের ক্ষেত্র বিভিন্ন হয়েও একেঅপরের তাসদীক (সত্যায়ন) কে ঈমানের অঙ্গ মনে করতেন। নিম্নেক্ত হাদীছটি এর প্রতি আলোক পাত করছে–

اصحابي كالنّجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم

অর্থঃ– আমার সাহাবীগন আকাশের নক্ষত্রতুল্য। তোমরা তাদের যে কারো অনুসরণ করবে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।

যে, কেউ শব্দে দ্দারা আনুগত্য কে মুতলাক রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের যে কোন এক জনের অনুসরণ করবে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর নক্ষত্র শব্দদ্দারা সবায় কে উজ্জল নূরান্বিত ও হাদী মানা অত্যবশ্বকীয় ঘোষণা করা হয়েছে। এ অর্থনয় যে, কেবল যার অনুসরণ করা হবে তিনিই হিদায়াতের নক্ষত্র, আলো বিতরন কারী। সুতরাং অনুকরণ দু একজনের মধ্যে সীমা বদ্দহতে পারে কিন্তু সাহাবাদের সবায় আলো বিতরণ কারী সবায় দিশারী এটা সবার ক্ষেত্র সমান।

সাহাবায়ে কিরামের জামাআ'ত, শ্রেনী হিসাবে নাম উল্লেখ করেই হযুর সাল্লাল্লা হুআলাই হিওয়াসাল্লাম তাদেরকে মিয়ারে হক ঘোষনা করেছেন। পরবর্তী আর কোন শ্রেনীকে মি'য়ার ঘোষণা করেন নি। তবে হাঁ মি'য়ার হওয়ার কিছু গুনাবলী নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা সামনে রেখে প্রত্যেক যুগেই মি'য়ারী ব্যক্তি দের নির্দিষ্ট করা সম্ভব।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শ্রেষ্ট ফ্যা ত্রয়ের পর কার্যতঃ বিভিন্ন দূর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। তবে এধরনের সমায়িক দূর্বল তার দ্দারা মি'য়ারী ব্যক্তিদের মি'য়ার হওয়ার মাঝে কোনতারতম্য ঘটবেনা। কারো জীবনকে পবিত্র জীবন ঘোষনা করার জন্য এটাই যথেষ্ট তার জীবনের বৃহদাংশ তাকওয়া– তাহারাতের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। ভূল ভ্রান্তি বিস্মৃতি ও কালে ভদ্রের

www.pathagar.com

দূর্বলতা তো মানব প্রকৃতিতেই নিহিত রয়েছে। পরবর্তী লোকেরা কেবল এ অর্থে মি'য়ার হবেন যে তাদের সমষ্টি গত জীবনকে সামনে নিয়ে নিজের দ্বীনী জীবনের জন্য একটি কাঠাম তৈরী করা সম্ভব হয়। এবং সে কাঠাম কে তাদের পবিত্র আমলের উপর ফিট করে নিজের হক বাতিলের ফয়সালা করা সম্ভব হয়। এ অর্থে তারা মি'য়ারে হক নয় যে তাদের প্রত্যেক কথা ও কাজ শরী আতের দলীল। সুতরাং এ ধরনের মি'য়ারী ব্যক্তিত্ব প্রত্যেকযুগে থাকবেন. এবং উন্মতের জন্য হিদায়াতের আলো বিচ্ছুরণ করবেন।

হযরত শারখ তার চিঠিতে কিতাব সুন্নাহর নিরিখে মি'য়ার হওয়ার সে সব গুনাবলীর উপর আলোক পাত করেছেন। কারন রুশদও হিদায়াতের পথে নিছক লেটারিচার ও বই পুস্তকের নির্দেশনা আদৌযথেষ্ট নয়। যতক্ষন না কিতাব ব্যক্তির জ্যন্ত ছবি হয়ে সামনে না আসবে ততক্ষন হিদায়াত, গুমরাহী ও বিভ্রান্তির আর্বত থেকে মুক্ত হতে পারবেনা। অন্যথা আসমানী কিতাবের সাথে আম্বিয়া (আ) কে প্রেরণের আদৌ প্রয়োজন ছিলনা। বস্তুতঃ আসমানী কিতাবের মাআ'নী অর্থ, তাৎপর্য নির্ধারণ ও আমলী নমূনা প্রদর্শনের জন্য সে পরিত্র ব্যক্তিদের উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। তারা নাহলে কিতাবুল্লাহর অর্থ নির্ধারণে প্রত্যেক খাহিশ পূজারী মন গড়া ব্যাখ্যা করত। সবাই হত, স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী। তখন আর হক বাতিলের ফয়সালা সম্ভব হত না। তাই কিয়ামত পর্যন্ত রাসূল (সোঃ) ছাড়া মুজাদ্দিদ মুহাদ্দিছ, ফকীহ, ইমাম, মুজতাহিদ রাসিখফিলইল্‌ম নামে মি'য়ারী ব্যক্তিদের আগমন অব্যাহত থাকবে।

মওদূদী সাহেব তো রাসূলে খোদা ব্যতীত কাউকে মি'য়ারে হক মানতে নারায, অথচ কিতাব সুন্নাহ ফয়সালাহল রাসূলে খোদার পরও কিয়ামত পর্যন্ত মি'য়ারী ব্যক্তিত্বের আগমন অব্যাহত থাকবে। তারা স্তর বিন্যাস হিসাবে হক–বাতিলের মাপ কাঠি হবেন। এবং যারাই কি তাব–সুন্নার শব্দ থেকে হীন স্বার্থ চরিতার্থের প্রয়াস চালাবে তখনই তারা সমকালীন যুগের ভাষায় তাদের অপব্যাখ্যার অপনোদন করে দীনকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন। সুতরাং হাদীছে ইরশাদ হয়েছে।

www.pathagar.com

يحمل هٰذا العلم من كل خلف عدولة ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين (مشكوة)

অর্থঃ– প্রত্যেক যুগে এ ইলমেদীনকে আদিল মধ্যে পন্থী উত্তরসূরী গণ বহন করবে (পূর্বসূরী দের কাছ থেকে) তারা সীমালংঘন কারী দের অপব্যাখ্যা, বাতিলের মিথ্যাচার, এবং মুর্খদের তাভীল প্রতিহত করবেন। যদি আল্লাহতা আ'লা তাওফীক দান করেন, তাহলে এ মি'য়ারী ব্যক্তিদের তাফসীলী হাল অন্য একনিবন্ধে পেশকরব। হযরত শায়খের চিঠি তেও কেন্দ্রীয় আলোচনা হল গায়রে রাসূলের মি'য়ার হওয়ার মাসআলা। মওদূদী সাহেব তা নীতি গত ভাবে স্বরচিত গঠনতন্ত্রে রদ করেদিয়েছেন।

আর হযরত শায়খ এটাকেই আহ্লেহ্কে'র বুনিয়াদে বলেছেন। সুতরাং এ বিরোধ ফরয়ী নয় বরং উসূলী। আশাকরি মওদূদী সাহেব ও তার অনুসারীরা এর প্রতি দৃষ্টি দিবেন। এবং এ ব্যাবধান কে পূর্ন করার সবরূল চেষ্টা গ্রহন করবেন। কারন কোন আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে বুনিয়াদী বিরোধ সৃষ্টি করা, আন্দোলন কে নিজহাতে খতম করে দেয়র নামান্তর। ফরয়ী বিষয় তো ঐক্য অনৈক্য সবরূল ক্ষেত্রে চলছে চলবে। কিন্তু উসূলী বিরোধ নিয়ে ঐক্য বদ্ধ হওয়া সম্ভ নয়।

وما علينا الا البلاغ

মুহাম্মদ তৈয়াব
মুহ্তামিম দারুলউলূম দেওবন্দ
৩০ই জুমাদাল উলা, ১৩৭৫ইং বৃহস্পতিবার

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুহ্তারাম, যীদা, মাজদুকুম,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্ মাতুল্লাহ

আপনি চলতি বর্ষের সফর মাসে হয়রত মুহ্তামিম সাহেবের খেদমতে যে পত্র পঠিয়েছেন তা আমার দৃষ্টি গোচরহয়েছে। মওদূদী চিন্তাধারা সম্পর্কে আপনার অনবগতি ও সরলতা বা (অবগত থাকলে) আপনার হঠকারিতা কেবল আশ্চর্য জনক নয় দুঃখ জনকও বটে।

মুহ্তারাম, আপনি লিখেছেন, "কেবল ইকামতে দীনের আন্দোলনের নিরিখে আমি জামাআ'তেইসলামীর রুক্ন।" "এবং আমি তাহ্কীকী ভাবে জানতে পেরেছি যে জামাআ'তে ইসলামী ও উলামায়ে দেওবন্দের মত বিরোধ মূলত; ফরয়ী বিষয়ে, উস্লী বিষয়ে নয়।" "এবং ইলমী দৈন্যতার কারনে মওদূদী সাহেব যে, সব ভূল করেছেন, সে সব ক্ষেত্রে উলমায়ে দেওবন্দ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

মুহ্তারাম, জামাতে ইসলামীর সাথে আমাদের ইখতিলাফ (বিরোধ) ফরয়ী (কোন শাখা প্রশাখাগত গৌন বিষয়ে) নয়। লক্ষ করুন, জামাআ'তে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ৫ম পৃষ্টায় মৌলিক আকীদা শিরোনামে ছয়নং দফায় লিখা রয়েছেঃ–

"রাসূলে খোদা ব্যাতীত কাউকে মি'য়ার হক (হকের মাপ কাঠি) বানাবেনা, কাউকে তানকীদের (যাচাই বাছাই সমালোচনার) উর্ধেমনে করবেনা। কারো যিহ্নী গুলামী (মানসিক দাসত্বে) লিপ্ত হবে না, প্রত্যেককে খোদার বানান সে পরিপূর্ণ মাপ কাঠির নিরিখে যাচাই করবে, এবং সেই মাপ কাঠি অনুযায়ী যে স্তরে উত্তীর্ণ হবে তাকে ঠিক সেই স্তরেই রাখবে।" (১)

---

(১) উল্লেখিত আকীদা টি উদূ ভাষায় প্রকাশিত দুস্তুরে জামাআতে ইসলামীর মৌলিক আকীদা শিরোনামে উল্লেখিত ৬নং দফার হুবহু অনুবাদ। গঠণতন্ত্র জামাআতেইসলামী বাংলাদেশ নামে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবিধানে মৌলিকত আকীদা শিরোনামে উক্তদফা নিম্নরূপ বিধৃত হয়েছেঃ– (৬) অঃপৃঃদ্রঃ

www.pathagar.com

উক্ত দফাটি কালিমায়ে তাইয়্যেবার দ্বিতীয় অংশ "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর" ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে।

চতুর্থ পৃষ্ঠায় নিম্মোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে উক্ত ব্যাখ্যা শুরু হয়।

"এ আকীদারদ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাসূল হওয়ার অর্থ এ যে, এ বিশ্ব জগতের বাদশার পক্ষ থেকে ভূপৃষ্টে বসবাস কারী মানুষের জন্য আখেরী নবীর মাধ্যমে যে নির্ভরযোগ্য হিদায়াত নামা ও আইন কানূন প্রেরণ করা হয়েছে এবং যে ব্যক্তিত্বকে সে নীতিমালা অনুযায়ী একটি পরিপূর্ণ নমুনা (আর্দশ) কায়েম করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তিনি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম।"

এ ব্যাখ্যার শেষে ষষ্ঠ পৃষ্টায় উপরোল্লেখিত দফা "রাসূলে খোদা (হযরত মুহাম্মদ সাঃ) ব্যাতীত কাউকে হকের মাপ কাঠি বানাবে না, কাউ কে সমালোচনার উর্ধেমনে করবেনা, কারো মানসিক দাসত্বে লিপ্ত হবে না, প্রত্যেককে খোদার বানান, পরি পূর্ণ মাপকাঠির নিরিখে যাচাই করবে।

"মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ).এর জীবন চরিত কে কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা এবং তাকেই সকল ব্যাপারে সত্যের মাপ কাঠি হিসাবে মেনে নেয়া আল্লাহর রাসূল ব্যতীত আর কাউকে ভূলের উর্ধেমনে না করা কারো অন্ধ গোলামীতে নিমজ্জিতনাহওয়া, বরং প্রত্যেক কে আল্লাহর দেয়া এমাপ কাঠিতে যাচাই ও পরখ করে যার যে, মর্যাদা হবে তাকে সে মর্যাদা দেয়া।" (গঠনতন্ত্র জামাআতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশ কাল ডিসেম্বর ১৯৮৬ইং প্রকাশক আবুল কালাম মুহাম্মদ য়ূসুফ সেক্রেটারী জেনালেল জামাআতে ইসলামী বাংলাদেশ এখানেও উর্দূ দস্তুরে বর্ণিত আকীদা কয়টি হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলে খোদাব্যতীত অন্য কাউকে সত্যের মাপ কাঠি হিসাবে মানতে অস্বীকার করা কারো যিহনী গুলমীতেলিপ্ত নাহওয়া, কাউকে সামালোচনার উর্ধেমনে নাকরা। জামাআতে ইসলামী বাংলাদেশ ও একই আকীদা পোষণ করে। তবে এখানে উর্দূদস্তুরে উল্লেখিত "তান কীদ" শব্দের অর্থ ভুলকরা হয়েছে। মুলতঃ আরবী ভাষায় "তানকীদ" অর্থ যাচাই করা পরখ করা, উর্দু ভাষায় শব্দটি দোষ বর্ননা করা ওসমালোচনার অর্থে ব্যবাহৃত হয়। আমরা স্বস্থানে উল্লেখ করব যে ভূল মানব প্রকৃতির চাহিদা এটা ইসমাতের ও পরিপন্থি নয়। সূতরাং অন্য কাউকে ভূলের উর্ধেমনে নাকরার আকীদা হাস্য স্পদ। এবং কদাচিৎ ভূল ত্রুটি মাপকাঠি হওয়ার পরিপন্থি নয়। মাপ কাঠি হওয়ার জন্য মা'সুম হওয়া আবশ্যক নয়।

www.pathagar.com

এবং মাপ কাঠি অনুযায়ী যে যে স্তরে উত্তীর্ণ হবে তাকে ঠিক সেই স্তরে রাখবে," লিপিবদ্দ করা হয়েছে। তার সুস্পষ্ট অর্থ এদাড়ায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম ব্যাতীত কোন মানুষ চাই তিনি হযরত ঈসা হোন, বা হযরত মূসা হযরত ইররাহীম হোন বা হযরত নূহ (আঃ) বিগত আম্বিয়া (আঃ) কেউ সত্যের মাপ কাঠি নন। সমালোচনার উর্ধেনন তাদের কারো যিহ্নী গুলামী জায়েয নয়।

অথচ এটা সর্ব সম্মত কতয়ী (নিশ্চত ভাবে সুপ্রমানিত) উসূল (মৌলিক আকীদা) যে কোন রূপ তারতম্য ছাড়া অতীতের সকল নবীর (আঃ) উপর ঈমান আনা ফরয। তাদের উপর ঈমান ছাড়া ঈমান সহীহ হবেনা।

যে সকল নবীদের (আঃ) আলোচনা কুরআন করীমে বিস্তারিত এসেছে তাদের উপর তাফসীলী ঈমান আনতে হবে। যাদেরউল্লেখ ইজমালী হয়েছে, তাদের উপর ইজমালী ঈমান আনা ফরয। এটা উসূলী (আকীদা গত) মাসআলা, ফরয়ী নয়। কিন্তু জামাআতে ইসলামীর গঠণতন্ত্রে এটাকে রদকরা হয়েছে। এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম ছাড়া কউকে নবী রাসূল মানতে অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ অবশ্যই প্রত্যেকনবী মি'য়ারে হক (সত্যের মাপ কাঠি) সমালোচনার উর্ধে, সমাকালীন যুগে তাদের যিহ্নী গুলামী ওয়া জিব, নবীর জন্য এর যে কোন একটি অস্বীকার করা তার নবুওয়াত অস্বী কার করার নামান্তর। এবার তাফ সীল লক্ষ্য করুন,

(১) জামা আতে ইসলামীর গঠণতন্ত্রের উল্লেখিত বাক্য গুলো লক্ষ করুন, সেখানে প্রথমতঃ রাসূলেখোদা শব্দ আনা হয়েছে। এরদ্দারা নিশ্চিত ভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝান হয়েছে। কেননা (ক) উল্লেখিত বাক্য গুলো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লার ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছে। (খ) রাসূলেখোদা শব্দটি বরংবার আনা হয়েছে, তাই এরদ্দারা অন্য কোন নবী রাসূল (সাঃ) বুঝা সম্ভব নয়। (গ) উল্লেখিত ব্যাখ্যায় সে বাক্য গুলোর পূর্বে তিন চার স্থানে "রাসূলে খোদা" শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে নিশ্চিত ভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম কে বুঝান হয়েছে।

(২) প্রত্যেক নবী মি'য়ারে হক। সুতরাং সূরা নিসায় ইরশাদ হয়েছে –

www.pathagar.com

رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

অর্থঃ– সুসংবাদ বাহী ও সাবধান কারী রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্দে মানুষের কোন অভিযোগ নাথাকে।

কুরআনকবী মে আম্বিয়া (আঃ)–এর তাফসীলী আলোচনার পর উক্ত ইরশাদ উল্লেখ করা হয়েছে।

তাতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, নবীদের প্রেরণ ও তাদের উপর ওয়াহী পাঠানোর উদ্দেশ্যহল যাতে আল্লাহ তাআ'লার উপর মানুষের অভিযোগের কোন সুযোগ বাকী না থাকে। এবং তাদের ওযর আপত্তির সকল অবকাশ নিঃশেষ হয়ে যায়। এটা তখনই সম্ভাব যদি কোন তারতম্যছাড়া সকল নবী মি'য়ারে হক হন। তাদের বক্তব্য কাজকর্ম সন্মতি সব কিছুই হকের উপর প্রতি ষ্ঠিত হয়।

(৩) কুরাআন করীমে যে সবনবীর (আঃ) তাফসীলী আলোচনা এসেছে তাদের উপর তাফসীলী ভাবে ইমান আনা ফরয। আর যাদের কথা ইজমালী ভাবে এসেছে তাদের উপর ইজমালী ইমান ফরয। তাদের মাঝে কোন রূপ ব্যবধান সৃষ্টি করা যেমন কারো উপর ঈমান আনা কাউকে অস্বীকার করা, কাউকে মি'য়ারেহক মনে করা কাউকে না করা ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং সবার তা'যীম (সন্মান) করতে হবে। এবং সবাই কে সমালোচনার উর্ধে ও অনুকরণীয বিশ্বাস করতে হবে। সুতরাং কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছেঃ–

امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله
وملئكته ورسله لا نفرق بين احد من رسله (بقرة)

অর্থঃ– রাসূল তার প্রতি তার প্রতি পালকের পক্ষ হতে যা আবতীর্ণ হয়েছে তাতে সে ঈমান এনেছে, এবং মু'মিন গনও। তাদের সকলে আল্লাহর ফিরিশতা গণে তার কিতাব সমূহে এবং তার রাসূলগণে ঈমান এনছে। তারা বলে আমরা তার রাসূল গণের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। (বাকারা)। সূরা নিসায় ইরাশাদ হয়েছে–

www.pathagar.com

ان الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سنؤتيهم اجورهم ٥

অর্থঃ– যারা আল্লাহ ও তার রাসূল গণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহে ঈমান ও তার রাসূলে ঈমানের ব্যাপারে তারতম্য করতে চায় এবং বলে আমরা কতক কে বিশ্বাস করিও কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এদের মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতেচায়, প্রকৃত পক্ষে তারাইকাফির, এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুতরেখেছি, যারাআল্লাহ ও তার রাসূল গণে ঈমান আনে এবং তাদের একেরসাথে অন্যের পার্থক্য করে না, তাদেরকেই তিনি পুরস্কার দিবেন। মুহ্তারম, লক্ষ্যকরুন, আম্বিয়া, আলাই হিমুসালামের প্রেরণের উদ্দেশ্য হল, যাতে আর কারো ওযর আপত্তির সুযোগ না থাকে। সুতরাং ওয়াহী ও মূহা ইলাইহিমের (যাদের নিকটওহী প্রেরিত হয়েছে) আলোচনার পর কুরআন করীমে ইরাশদ হয়েছে–

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما (نساء)

অর্থঃ– সুসংবাদ বাহী ও সাধারন কারীরাসূল প্রেরন করেছি যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্দে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রম শালী, প্রজ্ঞাময়।

এর পরও কি কোন নবী–রাসূল সম্পর্কে বলা যাবে যে তিনি মি'য়ারে হক নন?

এবং আম্বিয়া (আঃ) নাম উল্লেখ করার পর কোন রূপ ব্যবধান ছাড়া ইরাশাদ হচ্ছে–

www.pathagar.com

اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ٥

অর্থঃ– তাদের কেই আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেছেন সুতরাং তুমি তাদের অনুসরণ কর। (আন আম), মিল্লাতে ইরবাহীমীর অনুসরণ করতে হয়ুর সাল্লাল্লা হু আলাই হিওয়াসাল্লাম কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে–

ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا ٥

অর্থঃ– এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম তুমি একনিষ্ঠ ইরবাহীমের ধামাদর্শ অনুসরণ কর (নাহল ১২৩) আরো ইরশাদ হয়েছে।

و من يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ٥

অর্থঃ– যে নিজকে নির্বোধ করেছে সে ব্যতীত ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে। (বাকারা)

বলুন, এর পরও কোন নবীর যিহনী গুলমী ও অনুসরণের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা ধৃষ্ঠতা নয় কি?

আরো ইরশাদ হয়েছে–

ولقد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى الاخرة لمن الصادقين .

অর্থঃ– পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনিত করেছি, পরকালেও সে সৎকর্মপরায়ন গণের অন্যতম, (বাকারা)

وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ٥ ووهبنا له اسحٰق و يعقوب كلا هدينا و نوحًا هدينا من قبل و من ذريته داؤد و سليمان و زكريا و ايوب و يوسف و موسٰى و هارون وكذٰلك نجزى المحسنين و زكريا و يحيٰى عيسٰى و الياس كل من الصالحين و اسمٰعيل و اليسع و يونس و لوطا وكلا فضلنا على العٰلمين و من اٰبائهم وذرياتهم و اخوانهم و اجتبيناهم و هديٰنهم الى صراط مستقيم

www.pathagar.com

ذلك هدى الله يهدى به من يشآء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوّة فان يكفر بهؤلآء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسئلكم عليه اجرا ٥

অর্থঃ-- এবং এটা আমার যুক্তি প্রমান যা ইরাবাহীম কে দিয়ে ছিলাম তার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নীতকরি তোমার প্রতি পালক প্রজ্ঞাময় জ্ঞানী, এবং তাকে দান করে ছিলাম ইসহাক ওয়াকূব ও তাদের প্রত্যেক কে সৎ পথে পরিচালিত করে ছিলাম, পূর্বে নূহ কেও সৎ পথে পরিচালিত করে ছিলাম। এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান আয়্যুব য়ুসুফ, মূসা ওহারুন কেও, আর এভাবেই সৎ কর্ম পরায়ন দের কে পুরস্কৃতকরি। এবং যাকারিয়া যাহয়া ঈসা এবং ইল্‌য়াস কেও সৎ পথে পরিচালিত করে ছিলাম, তারা সবাই সলিহীনদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। আরওসৎ পথে পরিচালিত করেছিলাম, ইসমাঈল আল-য়াসা'আ, য়ূনুস ওলূতকে এবং শ্রেষ্টত্ব দান করে ছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে এবং তাদের পূর্ব পুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দেরকতক কে, তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করছিলাম, এটা আল্লাহর হিদায়াত স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকেইচ্ছা তিনি এর দ্দারা সৎ পথে পরিচালতি করেন, তারা যদি শিরক করত তাদের কৃত কর্ম নিষ্ফলহত। তাদের কেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ কর।

উল্লেখিত আয়াত সমূহের প্রতিলক্ষ্য করুন কত বলিষ্ট ভাষায় পূর্ববতী আম্বিয়া আলাইহিমু স্সালামের প্রশংসা করা হয়েছে। তাদের সুউচ্চমর্যাদা, সন্মানের কথা ঘোষণা দেয়াহয়েছে। ইহ্সান ইসলাহ সমকালীন যুগে তাদের শ্রেষ্টত্ব, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাদের মনো

www.pathagar.com

নয়ন ও হিদায়াত প্রাপ্তির কথা বলতেইনা (জারদার বাক্যে বর্ননা করা হয়েছে। বুকে হাতরেখে বলুন, এর পর ও কি তাদের যাচাই বাছাই ও সমালোচনার বিন্দু মাত্র অবকাশ থাকে? এমনি ভাবে সূরা সাদ ইত্যাদীতেওহযরত দাউদ, হযরত সুলায়মান, হযরত আয়্যুব, হযরত ইবরাহীম হযরত ইসহাক, হযরত যুল কিফ্‌ল প্রমুখের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। তাদের পবিত্রতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে অত্যন্ত জোরাল ভাষায়। হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে কোথাও ইরশাদ হয়েছে – انه اوّاب সেছিল অতিশয় আল্লাহ আভিমূখী। কোথাও ইরশাদ হয়েছে واتيناه الحكمة وفصل الخطاب। তাকে দিয়ে ছিলাম প্রজ্ঞাও ফয়সালাকারী বগ্মিতা, কোথওবা বলা হয়েছে

له عندنا لزلفى وحسن مأب

অর্থঃ-আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চমর্যাদা ও শুভ পরিণাম, হযরত সুলায়মান (আঃ) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে--

نعم العبد انه اوّاب وان له عندنا لزلفى وحسن مأب

অর্থঃ– সে ছিল উত্তম বান্দা,এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী আমার নিকটরয়েছে তার জন্য উচ্চমর্যদা ও শুভ পরিনাম।

হযরত আয়্যূব (আঃ) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

انا وجدناه صابرًا نعم العبد انه اوّاب ٥

অর্থাৎ আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল কতউত্তম বান্দাসে, সেছিল আমার অভিমুখী। হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসহাক ও হযরত য়াকূব (আঃ) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

اولى الايدى والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ٥

অর্থঃ– তারা ছিল শক্তি শালী ও সূক্ষ্ম দর্শী, আমি তাদেরকে অধিকারী করে ছিলাম এক বিশেষ গুণের–তাহল পর লোকের স্মরণ। অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত।

www.pathagar.com

হযরত ইসমাইল য়াসা' ও যিল কিফ্‌ল (আঃ) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وكل من الاخيار

তারা প্রতেকেই ছিল সৎকর্ম পরায়ন শীল।

হযরত য়ূসূফ (আঃ) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين

অর্থঃ– এমনি ভাবে তার থেকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলতাকে বিরত রাখার জন্য নিদর্শণ দেখিয়ে ছিলাম। সে ছিল আমার বিশুদ্দ চিত্তবান্দা দের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে দিবালাকেরন্যায় উদ্ভাসিত হয়, যে আম্বিয়া আলাই হিমুস সালাম, সকল পাপ পংকিলতা অশালীনতা ও সমূহ মন্দ থেকে সম্পূর্ন পবিত্র হন। তারা সবায় মা'সূম–নিষ্পপ সত্তা।

বলুন, খোদায়ী ইজতিবার (মনোনয়নের) এহেন গ্যারান্টি সার্বক্ষণিক খোদায়ী প্রহরা ও তার সীমাহীন অনুগ্রহ যাদের অনুক্ষণ সাথী তাদের সম্পর্কে এমন আকীদা পোষণ করা যাবে কি, যা মওদুদী গঠণতন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে?

সুতরাং উক্ত দফা সম্পূর্ণ বাতিল ও গুমরাহী। সে দফার সহজ সরল অর্থ হল রাসূলে খোদা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহ'হি ওয়াসাল্লাম ব্যাতীত আর কোন নবী হকের মাপ কাঠি নন, তাদের কেউ সমালোচনার উর্ধেনন; তাদের যিহনী গুলামী অবৈধ। বস্তুতঃ এটা তাদের নবুওয়াত অস্বীকারের নামান্তর। মুহ্‌তারাম, যে কোন দলের গঠণতন্ত্র হল সে দলের একমাত্র নির্ভর যোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত দলীল। এর প্রত্যেকটি শব্দহয় মাপা জোপা সকল বাহুল্যতা মুক্ত। বিধৃত হয় সেখানে নীতিমালা। উপরন্ত তা যদি লিপিবদ্ধ হয় আকীদার ভাষায় তবে তাহবে দ্বীনের ভিত্তি। সুতরাং এখন নির্দিধারয় বলা যায় যে, জামাআতে ইসলমীর গঠণতন্ত্রে বিধৃত উক্ত দফা অবশ্যই তার প্রতিষ্ঠাতা সহ্ সকল সদস্যের কেন্দ্রীয় আকীদা। বলুন এই আকীদার সাথে ঈমান ইসলাম বাকী থাকতে পারে কি? এটা কি ফরয়ী, শাখা প্রশাখাগত বিষয় না উসূলী (মৌলিক, আকীদাগত)?

www.pathagar.com

যে জামাত এআকীদা পোষণ করবে তাদের গুমরাহীর ব্যাপারে এক মুহর্তের জন্যও চুপ থাকা যায়?

যদি বলা হয় উক্ত দফার শেষাংশে বর্ণিত বক্তব্য, "প্রত্যেক কে আল্লাহর বানান, সে পরিপূর্ণ মাপ কাঠির নিরিখে যাচাই করবে এবং সে মাপ কাঠি অনুযায়ী যে যে, স্তরে উত্তীর্ণ হবে তাকে ঠিক সে স্তরে রাখবে" দ্বারা উক্ত প্রশ্নের নিরসন হয়ে যায়, তবে এটা হবে নিতান্ত ভুলও ধোকা। কারণ কুরআন করীম যে সবনবীদের নবুওয়াত ও তাদের পবিত্রতা ঘোষণা করেছে, কোন প্রকার যাচাই বাছাই ছাড়াই তাদের উপর ইমান আনা ফরয। কুরাআন করীমের অকাট্য সত্যায়নের সামনে সমূহ দূর্বলতা পূর্ন কোন মানুষের যাচাই বাছায়ের আদৌকোন মূল্যায়ন হতে পারে না।

(৩) উল্লেখিত দফায় অন্যান্য অম্বিয়া (আঃ) মিয়ারে হক হওয়া সমালোচনার উর্ধে হওয়া ও তাদের যিহ্নী গুলামী কে অস্বীকার করাহলেও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সে গুলো স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু তাফহীমাত দ্বিতীয় খন্ডের তেতাল্লিশ পৃষ্টায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–এর জন্য ও উক্ত বিষয় গুলোকে অস্বীকার করা হয়। এবং সব নবীর ইসমাত ইনকার করা হয়েছে। সুতরাং তিনি লিখেছেন তারা সম্ভতঃ এ বিষয়ে চিন্তাকরেনি য়ে, বস্তুত; (১) ইসমাত

---

(১) নবীদের স্বভাবজাত পবিত্রতা অনুক্ষণ আল্লাহ তাআ'লার মুশাহাদা ও সার্বক্ষণিক খোদায়ী হিফাযতের কারণে তাদের থেকে গুনাহ হওয়া অসম্ভব। এটাকে শরী আতের পরিভাষায় ইসমাত বলা হয়। অনুবাদক

www.pathagar.com

নবীসত্তার কোন অত্যাবশ্বকীয বিষয় নয়। বরং আল্লাহ তাআ'লা তাদের কে নবুওয়াতের দায়িত্ব যথা যথ ভাবে সম্পাদন করার নিমিত্তে যাবতীয়(২) গুনাহ থেকে হিফাযত রেখেছেন অন্যথা ক্ষণিকের জন্য ও যদি তাদের থেকে আল্লাহর হিফাযত পৃথক হয়ে যায় তবে সাধারণ মানুষ থেকে যেমন গুনাহ হতে পারে নবীদের থেকেও তেমনি হতে পারে। এবং এটি একটা সুক্ষতত্ত্ব যে আল্লাহ্ তাআ'লা ইচ্ছা করেই প্রত্যেক নবী থেকে কোন কোন সময় স্বীয় হিফাযত উঠিয়ে দুএকটি লাগযিশ (গুনাহ) হতে দিয়েছেন যাতে মানুষ নবী দেরকে খোদা মনে না করে এবং তারা ভাল ভাবে জেনে নেয় যে তারা ও মানুষ।

এখন বলুন প্রত্যেক, নবী সম্পর্কে উল্লেখিত আকীদা যেখানে নবী করীম (সাঃ) ও অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন ইসলামী আকীদার সাথে কত খানি সামঞ্জস্যপূর্ণ? প্রত্যেক নবী থেকে ইসমাত উঠিয়ে গুনাহ করান যদি মেনে নেয়া হয় তাহলে তো কোন নবীই মি'য়ারে হক থাকবেননা। কোন নবীর উপর সর্বক্ষণ নির্ভর করা যাবেনা। নবীর প্রত্যেক হুকমের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিবে এটা হয়ত ইসমাত উঠিয়ে নেয়ার সময় কার। এটা কি উসূলী ইখতিলাফ নাফরয়ী?

স্মর্তব্য যে, তাফহীমাতের উক্ত বক্তব্য "বস্তুতঃ ইসমাত নবীদের ব্যক্তি সত্তার অত্যাবশ্বকীয় কোন বিষয়(৩) নয়।" সম্পূর্ন ভুল। কারণ মানুষ হিসাবে ইসমাত নবীর অত্যাব শ্বকীয় গুণ নয় বটে,

---

(২) এখানে মওদূদী সাহেব তার ভাষায় খাতা ও লাগযিশ" অর্থাৎ ভুল বিস্মৃতি ইত্যাদী শব্দ ব্যবহার করেছেন, অথচ এটা সবার জানা কথা যে ইসমাতের সম্পর্ক আদৌ ভুল ত্রুটির সাথে নয় বরং গুনাহের সাথে, ভুল মানুষের স্বভাব। গুনাহ শয়তানের স্বভাব। আল্লাহ তাআ'লা নবীদের কে গুনাহ থেকে হিফাযত রেখেছেন, ভুল থেকে নয়। তাই নবীদের থেকে ভুল হতে পারে, হয়েছে। তবে এটা ভিন্ন কথা–আল্লাহ তাদের কে ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন না। ওহীর মাধ্যমে সংশোধন করে দেন। অন্য দিকে মওদূদী সাহেব যেহেতু লিখেছেন হিফাযত উঠিয়ে "খাতা লাগাশি" হতে দিয়েছেন, এতে বুঝাযায় তিনি ভুল বিস্মৃতি বলে এখানে গুনাহ বুঝিয়েছেন। তাই আমরা এখানে খাতা লাগসিশ অর্থ গুনাহ করেছি। অনুবাদক (৩) মানুষ হিসাবে কোন নবীর জন্য ইসমাত অপরিহার্য, এহাস্যস্পদ কথাটি উম্মতের কেউ বলেননি, কারণ জনৈক প্রসঙ্গস্থানে তা বিতাদরিত নবীএ পর্যন্ত আলোচনা ছিল আম্বিয়া মানুষ হিসাবে সবায় সমান। অনুবাদক

www.pathagar.com

তবে নবী হিসাবে অবশ্যই এটা তাঁদের নবীসত্তার অপরিহার্য গুণ। এমনি ভাবে ইসমাত তাদের সার্বক্ষণিক অবস্যম্ভবী সিফাত। মুহর্তের জন্য ও এটা তাদের থেকে পৃথক হতে পারেনা। যে সব বিষয়কে মওদূদী সাহেব "লাগ্‌যিস গন্য করে ইসমাত পৃথক হওয়ার অপরিহার্যতা ঘোষণা করেছেন। বস্তুত এটা তাদের গলতী ভুল, মা'সিয়াত বা দগুনাহ নয়। (অথচ ইসমাতের সম্পর্ক কেবল মা'সিয়াতের সাথে)।

দৃশ্যতঃ গুনাহ মনে হলেও গুনার হাকীকত[১] এখানে অনুপস্থিত।

---

(১) স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে জেনে শুনে হুকম অমান্য করার নাম মা'সিয়াত বা গুনাহ। মা'সিয়াতের মূল প্রেরণা হল অবাধ্যচিরতাও ঔদ্যত্যচারিতা। সুতরাং মুহাম্মাত (প্রেম) ও আয মাতের (অতিশয় সম্মানবোধ্য) বশীভূত হয়ে হুকম অমান্য করলে তা মা'সিয়াত হবেনা, যেমন হুদায় বিয়ার সন্ধিপত্র লিখার সময় হুযুর (সাঃ) হযরত আলীকে স্বীয় নামের অংশবিশেষে "রাসূলুল্লাহ" কেটে দিতে নির্দেশ দিলে তিনি তা করেননি, এটা তার মা'সিয়াত ছিল না, কারন এখানে মূল প্রেরণা হল আযমাত ওমুহাম্মাত। এমনি ভাবে (সাহ্‌ও) নিসয়ানও (লাগ্‌যিশ) শব্দত্রয়ের মাঝে ও মা'সিয়াযতের হাকীকাত পাওয়া যায় না। তাই এ গুলো ইসমাতের পরিপন্থী নয়। সহও নিসয়ান তো স্বীয় অর্থে সুস্পষ্ট। তবে যিল্লাহ বা লাগ্‌যিশ শব্দের ব্যবহার এমন হাকীকতের উপর হয় যেখানে কার্যতঃ অহংকার অবাধ্যচারিতা ও ইচ্ছার কোন দখল নেই। যুগপৎসে কাজটি খারাপ মন্দ বা ঘৃন্য ও নয়। বরং মুবাহ ও জায়েয। তবে কাজটি যেহেতু নবীর সুউচ্চ মর্যদার তুলনায় হালকা, তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে সাথে সাথে তাকে তান্বীহ করে দেয়া হয়। এটা কেই আরবী প্রবাদে বলা হয়

নেককার দের সাধারন গুনাবলী খোদার নিকটতম দের বেলায় খারাপ বলে গণ্য হয়। তবে একজন নিকটতম ব্যক্তি কেন খোদায়ী মারযী (উদ্দেশ) বুঝতে ব্যর্থ হবে? এক্ষেত্রে আল্লাহর আদত হল নবীদের যখন লাগযিশেরউপর তান্বীহ করেন প্রথমত তাদের কে অপরাধী সব্যস্ত করে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ভৎস না করেন। তবে অন্যত্র আবার বিষয়টির হাকীকত খুলেদিয়ে নবী–রাসূলদের সে আমলকে লাগযিশের পর্যায়ে নিয়ে আসেন। এবং তাদের পক্ষ থেকে নিজেই ওযর পেশ করেন। যাতে কোন মুলহিদ, পাপাত্মা, তাদেরকে গুনাহগার সাব্যস্ত করার ধৃষ্ঠতা না দেখায়। যেমন হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে সে হুমুক পূর্ণ করেনি, আবার অন্যত্র তার পক্ষ থেকে ওযর পেশ করে বলা হয়েছে

শয়তার তার পা পিছলেদিয়েছে। আরোসুস্পষ্ট বলা হয়েছে।

সে ভুলে গেছে, তার ইচ্ছা ছিল না। অনুবাদ ।

www.pathagar.com

انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرأ مانوى (الحديث)

অর্থঃ– প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত আর মানুষ নিয়াত অনুযায়ী ফল পাবে। উক্ত হাদীছ এর জলন্ত প্রমাণ। স্বস্থানে তা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কতলে আ'মদ (স্বেচ্ছায়কতল করা) ও কত্‌লে খাতা, (ভূলেকত্‌লকরা, ইলমে ফিকহার দুটি পরিভাষা যে কোন ফিকাহগ্রন্থদেখুন্য) দৃশ্যত এক হলেও উভয়ের মাঝে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

এমনি ভাবে স্বেচ্ছায় জেনে শুনে হুকুম অমান্যকরা এবং ভূলহওয়ার মাঝে আসমান যমীন তফাত রয়েছে। প্রথম টার নাম মা' সিয়াত; দ্বিতীয় টি ইজতিহাদী খাতা এবং লাগযিশ।

এখানে আরেকটি মজার ব্যাপার হল, মওদূদী সাহেবের বক্তব্য 'যাতে মানুষ নবীদেরকে খোদা মনে না করে এবং ভাল করে জেনে নেয় তারাও মানুষ' সে এক অদ্ভুত দর্শন। মানুষ পরিচিতির জন্য ক্ষুধা, পিপাসা, রুগ্নতা আহার নিদ্রা' ইত্যাদী যথেষ্ঠ নয় কি" গুনাহ প্রকাশের প্রয়োজন কোথায়? অথচ গুনাহ আদৌ মানব প্রকৃতির চাহিদা নয়। এটা শয়তানের স্বভাব।

এ পর্যন্ত আলোচনা ছিল আম্বিয়া আলাইহি মুস্‌সালাম সম্পর্কে জামাআতে ইসলামী আজীদা নিয়ে।

এবার লক্ষ করুন সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে তাদের আকীদা কী? কারণ তারা হলেন উম্মত ও নবীদের মাঝে মাধ্যম স্বরূপ। তাদের মাধ্যমেই কুরআন হাদীছ পৌছাছে পরবর্তীদের নিকট। তারা দীনের কেন্দ্র বিন্দু। সুতরাং তারা যদি নির্ভর যোগ্য হন তবে কুরআন সুন্নাহ নির্ভরযোগ্য প্রমানিত হবে। অন্যথা দীনের এ সুদৃঢ় বিশাল প্রাসাদ নিমিষে ধসে পড়বে। একার নেই যিনদীক ও বাতিল ফিরকা গুলো ইসলামী ইতিহাসের শুরু লগ্ন থেকেই এ পবিত্র জাতাআতকে

www.pathagar.com

সামালেচনার লক্ষ্য বানিয়েছে। এবং তাদেরকে অনির্ভরযোগ্য প্রমানের ব্যর্থপ্রয়াস চালিয়ে আসছে। ইমাম আবূযুরআ' রাযী বলেন,

যখন তুমি কাউকে দেখবে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর দোষক্রটির বর্ণনা করছে তবে জানবে সে যিনদীক[১]কারণ রাসূল হক কুরআন হক এবং রাসূল আনীত সব কিছু হক আর এ হক পেয়েছি আমরা সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে। সে কুচক্রীরা চায় আমাদের সাক্ষীদেরকে অনির্ভরযোগ্য প্রামাণ করতে। যাতে কুরআন সুন্নাহ বাতিল হয়ে যায়।

বস্তুতঃ সাহাবায়ে কিরামের সামালোচনা কারীরাই অনির্ভরযোগ্য তারা যিনদীক। (আল ইসাবাহ্ ফীতাময়ী যিস সিহাবাহ্)

একারণেই আহলে হক সর্বদা পূর্ণ তাহকীকের সাথে তাদের উপর আরোপিত সকল অভিযোগ যাচাই বাছাই করেছেন। সহীহ–গলত পরখ করে প্রত্যেকটাকে সস্থানে রেখেছেন। এমনকি সাহাবায়ে কিরামের পবিত্রতায় একটুও আছড়লাগতে দেননি তারা। তারা বাস্তব কেই গ্রহন করেছেন। আর তাই প্রকাশ করেছেন। এবং বাস্তবের উপর উম্মতকে পরিচালিত করেছেন। হাফিয ইবনে আবদুলবার (রঃ) সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে লিখেছেন

তারা হলেন খায়রুল কুরুন। (শ্রষ্ট যুগের লোক) মানব জাতির হিদায়াতের জন্য যে, উন্মতদের সৃষ্টি করা হয়েছে সাহাবায়ে কিরাম হলেন তাদের মাঝে সর্বোত্তম। তাদের সকলের আদালত (এমন একটি যোগ্যতার নাম যা মানুষকে সদা তাকওয়ার সার্বক্ষণিক চেতনাও মুরুওয়াতের উপর অটল রাখে। শিরক বিদআত গুনাহকবীরা ও সগীরার উপর ইসবরার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া। হেয়তা ও নিচুতা অশিষ্টতা প্রকাশ পায় এহেন কাজ থেকে বেঁচে থাকা মরুওয়াত। (অনুবাদক)

---

(১) যে ব্যক্তি মুখে আল্লাহ ও রাসূলকে স্বীকার করে। তাদের দেয়া বিধি বিধান মানার দাবি করে। তবে নিজস্ব, মনগড়া অর্থে। আল্লাহ রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত অর্থে নয়। এহেন ব্যক্তিকে কুরআনের পরিভাষায় মুলহিদ ওহাদীছের পারিভাষায় যিনদীক বলা হয়। (অনুবাদক)

www.pathagar.com

কুরাআন হাদীছে বর্ণিত তাদের গুণাবলী ও উচ্ছসিত প্রশংসার দ্বারা সুপ্রমানিত। আল্লাহ্ তাআ'লা যাদের কে পসন্দ করেছেন, স্বীয় নবী (সাঃ) সুহ্বাতের জন্য মনোনয়ন করেছেন, যাদের করেছেন আপন দ্বীনের সাহায্যকারী, তাদেরচে অধিক আদিল আর কেহতে পারে? এর উপরে আর কোন তাযকিরা হতে পারে না, কোন তা'দীল হতে পারেনা। আল্লাহতাআ'লা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, মুহাম্মদুর রাসলুল্লাহ্ ও তারসাথীরা কাফিরদের বিরুদ্দে কঠোর পরস্পরে সদয়।(১) অতঃপর সপ্তম পৃষ্টায় লিখে ছেন,

আল্লাহ্ তাআ'লা স্বীয় নবীর সাহাবাদের কে আদলত আমানতও দিয়ানতের যে, সুউচ্চ মার্যদায় অভিষিক্ত করেছেন কেবল এজন্য যাতে নবী থেকে তারা যা বর্ণনা করেছেন তা সমগ্র উম্মহ্র জন্য হজ্জাত হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের উপর রাহমাত না যিল করুন। এবং তাদের প্রতি রাযী হোন। তারা পরবর্তীদের নিকট দ্বীন পৌছানোর বেলায় অতিউত্তম মুবাল, লিগ ছিলেন।

মুহাক কিক ইবনে হুমাম হানাফী ও আল্লামা ইবনে আবীশরীফ শফেয়ী (রঃ) বিখ্যাত গ্রন্থ মুসায়ারা ও তার ভাষ্য মুসা মারার একশত ত্রিশ পৃষ্টায় লিখেছেন, আহলে সুন্নতওয়াল জামাআ'তের মতে সকল সাহাবীর তাহকিয়া (পবিত্রতা) ঘোষনা ওয়াজিব। তারা সকলেই আদিল। তাদের দোষ বর্ণনা ও সামলোচনা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা ওয়াজিব। আল্লহতাআ'লা যেমন তাদের প্রশংসা করেছেন, তেমনি তাদের গুণাবলী বর্ণনা করতে হবে। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা' বলেন, তোমরা শ্রেষ্ট উন্মত, তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী।

হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী ইসাবাহ্ ফীতাম্ য়ীযিস সিহাবা প্রথম খন্ডের একাদশতম পৃষ্টায় লিখেছেন,

---

(১) ইস্তী আ'র ১ম খঃ ২ য় পৃঃ

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায় সাহাবাদের বর্ণনায়। আহ্‌লেসুন্নাত ওয়াল জামাআত এব্যাপারে, একমত যে, সকলসাহাবী আদিল। হাতেগনা কয়েক জন মুবতাদি (গুমরাহ) ছাড়া আর কেউ এব্যাপারে বিরোধ করেননি। খতীব এব্যাপারে একটি চমৎকার অধ্যায়ের অবতারণা করেছে। তিনি লিখেছেন, আল্লাহ্ তাআ'লা কর্তৃক তা'দীল (আদিল ঘোষনা প্রদান) তায কিয়া (পবিত্রতার বর্ণনা) ও মনোনয়ন দ্দারা সাহাবায়ে কিরামের আদালত সুপ্রমানিত। সুতরাং ইরশাদ হয়েছেঃ–

كنتم خير امة اخرجت للناس .

অর্থঃ– তোমরাই শ্রেষ্ঠ উন্মত মানব জাতির কল্যানের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে।

وكذلك جعلنكم امة وسطا .

অর্থঃ– এমনি ভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্য পন্থী (উৎকৃষ্ট) জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة تعلم ما فى قلوبهم .

অর্থঃ– মুমিনেরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়আত গ্রহন করল। তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাযী হলেন। তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন।

والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار و الذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم و رضوا عنه .

www.pathagar.com

অর্থঃ– মুহাজির ওআনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সহিত তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতিরাযী তারাও তাতে রাযী।

يٰايّها النّبيّ حسبك الله و مَن اتبعك من المؤمنين .

অর্থঃ– হেনবী, তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينصرون الله و رسوله اولئك هم الصادقون الى قوله رؤف رحيم .

অর্থঃ– এইসম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজির গণের জন্য যারা নিজদের ঘর বাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামানা করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের সাহায্য করে। তারাই সাদিকীন। (সত্যাশ্রয়ী)

এমনি ভাবে আরো বহু আয়াত রয়েছে যার আলোচনা অনেকদীর্ঘ। এবং হাদীছ ভান্ডারে রয়েছে প্রচুর হাদীছ। উল্লেখিত নসূসের (কুরআন হাদীছের) দাবী হল প্রত্যেক সাহাবীর আদিল হওয়ার আকীদা রাখা। আল্লাহ ও রাসূলের তা'দীলের সামনে আর কারো তা'দীলের প্রয়োজন বোধ না করা।

বস্তুতঃ কুরাআন হাদীছে যদি সাহাবায়েকিরামের ফযীলত সম্পর্কিতকোন আলোচনা নাও থাকত, তবুও কেবল তাদের জীবন সাধনার প্রতিলক্ষ রেখে তাদেরকে আদিল মনে করা অপরিহার্য হত। তাদের ইমান, য়াকীন দীনের কল্যানকামিতা, জান–মাল, ইজ্জত আবরু সর্বস্ব উৎসর্গ করা হিজরাত জিহাদ ইত্যাদীই যথেষ্ট ছিল তাদের পূত পবিত্র হওয়ার আকীদা পোষণের জন্য, একথা মেনে নেয়ার জন্যে যে, তারা পরবর্তী সকল আদিল থেকে শ্রেষ্ট।

www.pathagar.com

এটাই হল সকল নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কিরামের মত। খুলাফায়েরাশিদীন ও অন্যান্যদের নিকট, সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনছিল একটি স্বীকৃত ও সুনির্দিষ্ট বিষয়। যদিও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহিও য়াসাল্লামের সাথে তাদের কারো সুহবাত নিতান্ত কম ছিল। এসম্পর্কিত একটি ঘটনা যা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে নিম্নরূপ। জনৈক সাহাবী এক আনসারীর নিন্দাবাদ করলে "তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, যদি তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই হিওয়াসাল্লামের সুহ্‌রাতের মর্যাদা লাভ না করতেন, তবে আমি তাকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তোমাদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট ছিলাম। কিন্তু তিনি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী।" হযরত ওমর সে সাহাবীকে শাস্তি দেয়া দূরের কথা একটু ভৎর্সনা ও করলেন না।

কেবল এ জন্য যে, তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের সুহবাত লাভে ধন্য হয়েছেন। খুলাফায়ে রাশিদীন একথা মনে প্রানে বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীতে কোন কিছুই সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার সমকক্ষ হতে পারে না। উক্ত ঘটনা এর জলন্ত প্রমান। সুতরাং বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে হুযূরসাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সে পবিত্র সত্তার শপথ, যারদস্তে কুদরতে আমার প্রান তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পহাড় পরিমান সোনাও আল্লাহর রাস্তায় দান করে তবুও সাহাবীদের এক মুদ (মদীনায় প্রচলিত সমকালীনএকটি পরিমাপ) ও অর্ধমুদের সমপরিমান পৌছতে পারবেনা। তাওয়াতুরের (কোন সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে এত অধিকসংখ্যক লোক বর্ননা করা যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দল বদ্ধ হওয়া সাধারনত অসম্ভব) মাধ্যমে রাসূলকরীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়ে আসছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, আমার যুগ সকল যুগের শ্রেষ্ট। অতঃ পর সাহাবীদের যুগ। বাহ্‌য ইবনে হাকীম আন আবীহে আন জাদদিহী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সামাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তোমরা সত্তুর উম্মতের পূর্ণতা দান কারী। তোমরা সবার মাঝে শ্রেষ্ট আল্লাহর নিকট সবচে মর্যদাশীল। বাযযায স্বীয়সনদে নির্ভরযোগ্য রাভীর সূত্রে বর্ণনা

www.pathagar.com

করেছেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন–আল্লাহ তাআলা নবী রাসুলদের ছাড়া মানব দানবের মাঝে আমার সাহাবীদের কে নির্বাচন করেছেন। হযরত সুফিয়ান,

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى -

অর্থ ঃ বল প্রশংসা আল্লাহরই এবং শান্তি তার মনোনীত বান্দারের প্রতি। আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন তারাহলেন সাহাবায়ে কিরাম। এবিষয়ে প্রচুর রিওয়ায়াত বিদ্যামন আছে। আমরা এখানে ইতি করছি। (১)

ইমাম ইবনে আছীর জযরী তাদীয় গ্রন্থ ওসদুল গাবাহ ফী–মা' রিফা তিস্ সাহাবাহ গ্রন্থের প্রথম খন্ডে লিখেছেন

সাহাবায়ে কিরাম জারাহ তা'দীল (হাদীছ বর্ননা কারীর নির্ভর যোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা সর্ম্পকে বিচার বিশ্লেষণ) ছাড়া আর সব বিষয়ে অন্যান্য রাঅীদের (হাদীছ বর্ণনাকারী) সাথে সমান অংশীদার (অর্থাৎ তারা সকল জারাহ কাদাহ ও বিচার বিশ্লেষণের উর্ধে) জারাহ তাদের পবিত্র সত্তার দিকে পা বাড়াতে পারবেনা। স্বয়ং আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) তাদের পবিত্রতা নির্ভর যোগ্যতা ঘোষণা করেছেন বহুবার। আরএটা সবার জানা কথা। আলোচনার প্রয়োজন নেই।

মিশকাত শরীফের বিখ্যাত ভাষ্য, মিরকাতের পঞ্চম খন্ডে পাচশত সতের পৃষ্টায় উল্লেখ রয়েছে

প্রত্যেক সাহাবী আদিল। নির্ভরযোগ্য। কুরআন হাদীছ ও উম্মতের নির্ভর যোগ্য ব্যক্তিদের ঐক্য মত এর জলন্ত প্রমান। শরহুস্সুন্নাহ গ্রন্থে আবূমানসূর বাগদাদী বলেছেন আমাদের আকাবির (পূর্বসুরীগণ) ঐক্য মত পোষণ করেছেন যে, সাহাবায়ে কিরামের মাঝে চার খলীফা হলেন সর্ব শ্রেষ্ট তাদের খিলাফতের বিন্যাস অনুযায়ী। অতঃপর আশারা–ই–মুবাশ, শারাহ (দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী)

---

(১) আল ইসাবাহ, ১মঃ খঃ ১১–১৫ পৃঃ দ্রঃ

www.pathagar.com

অতঃপর আহ্লেবদর, তার পর আহ্লেওহুদ, এরপর আহ্লে বায়'আতুর রিযওয়ান, এবং আকাবাই–উলা ও আকাবাই ছানিয়ার বায়আত গ্রহন কারী আনসার সাহাবীগণ। এবং সাবিকীনে আওয়ালীন (যারা উভয় কিবলার দিকে নামায আদায় করে ছেন)। হযরত আয়েশা ও হযরত খাদীজার মাঝে কে শ্রেষ্ট, এতে মতভেদরয়েছে। এমনি ভাবে হযরত আয়েশা ও হযরত ফাতিমার মাঝে কেশ্রেষ্ট এব্যাপারেও বিভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। হযরত মুআ ভিয়া রাযি আল্লাহু আনহু আদিল ওশ্রেষ্ট সাহাবাদের এক জন।

তাদের আপ্সে যে, যুদ্দ বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে তাতে প্রত্যেক জামাআত নিজদের কে সাঠিক মনে করতেন। এবং তাদের সবার কাছে এব্যাপারে যুক্তি প্রমান ছিল। কারণ উভয় জামাআত মুজতাহিদ ছিল। পরস্পরে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে। যেমন টি হয়েছে পরর্বতী মুজতাহিদ দের মাঝে। সুতরাং কেউ আদালাত বহির্ভূত হবেন না।

মুহাককিক ইবনে হুমাম তাহ্রীরুল উসূল ও তার ভাষ্য গ্রন্থ তাকরী রুল উসূল দ্বিতীয় খন্ডের দুইশত, ষাট পৃষ্টায় মাযহাব ও দলীল বর্ণনার পর লিখেছেন, আল্লামা ইবনে আবদুল বার, সাহাবায় কিরাম আদিল হওয়ার ব্যাপারে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐক্য মত উল্লেখ করেছেন। এবর্ণনা ইবনে সালাহের বর্ণনা থেকে উত্তম। তিনি এটাকে সমগ্র উম্ম তের উজমা' (ঐক্য মত, উসূলে ফিক্হার একটি পরিভাষা) বলে লিখেছেন।

তবে ইবনে সালাহর এ কথা, সাহাবায়ে কিরাম থেকে যারা ফিৎনায় জড়িয়ে পড়েছেন, তাদের তা'দীলের ব্যাপারে উম্মতরে নির্ভরযোগ্য অংশের ইজমা' রয়েছে' বড়ই চমৎকার। ইমাম সুবকী এব্যাপারে সিদ্দান্ত উল্লেখ করেছেন, আমরা ফালতু লোকদের অর্থহীন নাক বিতন্ডা, ও গুমরাহদের বিভ্রান্তিকর কথা বার্তার প্রতিভ্রুক্ষেপ নাকরে সাহাবায়ে কিরামের আদালতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, যে খানে এক জন ব্যক্তির সত্যায়নও

www.pathagar.com

যথেষ্ট, সেখানে তাদের মুযাক্কা (অসৎ গুনাবলী মুক্ত, সৎগুনাবলী অলংকৃত) হওয়ার ব্যাপারে কিসন্দেহ থাকতে পারে যাদের কে স্বয়ং আলেমে গায়র আসমান জমীনের বিন্দু পরিমান জিনিষ ও যার অদৃশ্য নয়, মুযাক্কা বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এবং সে সর্ব শ্রেষ্ট মহামানব সে নিষ্পাপ সত্তা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে পূত পবিত্র নির্ধারণ করেছেন। তাদের পরস্পরে সংঘটিত বিষয়াবলীকে আমরা আল্লাহর হাতে ন্যস্তকরি। যারা সাহাবায়কিরাম সম্পর্কে ভাল মন্দ বলে আমরা তাদের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে বারাআত প্রকাশ করি। এবং আমরা মনে প্রানে বিশ্বাস করি সাহাবায়ে কিরামের নিন্দাকারী, সমালোচনাকারী, নিকৃষ্ট গুমরাহী ও পরিষ্কার ধংসের মাঝে নিপতিত। আমরা আরো বিশ্বাস করি হযরত ওছমান (রাঃ) ইমামে হক ছিলেন। তিনি মযলুম ভাবে শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ তাআ'লা সাহাবায়ে কিরাম কে তার হত্যায় অংশ নেয়ার থেকে রক্ষাকরেছেন তার হত্যাকরী ছিল অত্যন্ত দুরাত্মা, শয়তান। সকল সাহাবা একাজের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তবে হযরত ওছমান হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারটি ছিল ইজতিহাদী। হযরত আলীর মত ছিল বিলম্ব করার দিকে। পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা মনেকরতেন অবিলম্বে বিচার হওয়া উচিত। এবং প্রত্যেক নিজের ইজতিহাদের উপর আমল করেছেন। ইনশা আল্লাহ তারা আল্লাহর নিকট ছাওয়ার লাভ করবেন। হযরত ওছমানের পর ইমামে হক, হলেন হযরত আলী (রাঃ)। হযরত মুআভিয়া (রাঃ) ওতার জামাআত ছিল তাভীলকারী। ইজতিহাদী গলতীর উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যারা উভয় দল থেকে পৃথক ছিলেন তারাও ছিলেন তা'ভীলের আশ্রয় গ্রহন কারী। তাদের অন্তরে বিভিন্ন প্রশ্নের, সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। মোট কথা সবাই নিজ নিজ ইজতিহাদের উপর আমল করেছেন। এবং সবাই আদিল ছিলেন। তারাই হলেন এদীনের ধারক বাহক। তাদেরই তরবারীর বদৌলতে এদীন বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদেরই যুবানে প্রচারিত হয়েছে এদীন দুর দুরান্তে। সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত সম্পর্কিত আয়াত ওহাদীছগুলো যদি আমরা এখানে বর্ণনাকরি তবে আলোচনা

www.pathagar.com

অনেকদীর্ঘ হয়ে যাবে। সুতরাং একথা গুলো এমন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে,এর অন্যথা আকীদা রাখবে নিশ্চিত ভাবে গুমরাহীও বিদআতের মাঝে নিপতিত হবে। প্রত্যেক দীনদারকে উল্লেখিত বক্তব্যের নিরিখে আকীদা পোষণ করা উচিত। তাদের মাঝে যা সংঘটিত হয়েছে, সে ব্যাপারে মুখ সংযত রাখা উচিত। যে রক্ত থেকে আল্লহ তাআলা আমাদের হাত পবিত্র রেখেছেন। আমাদের উচিত স্বীয় যুবান সে রক্তে আপ্লুতানা করা। মুদ্দাকথা তারা হলেন এউম্মতের শ্রেষ্ট অংশ। তাদের প্রত্যেকেই পরর্বতী সবার চেয়ে শ্রেষ্ট। পরবর্তী গণ ইলম আমলে যতই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোন, নাকেন। যদিও ইবনে আবদুল বার এর বিপরীত বলেছেন। তিনি বলে ছেন পরবর্তী কেউ যদি ইলম আমলে বেড়ে যান, তবে তিনি শ্রেষ্ট হবেন।

ফাওয়াতিহুর রাহমূত শরহে মুসাল্লামু সছাবূত গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে ১৫৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্দ আছে

বদরী ও বায়আতুরবিযওয়ানে অংশ গ্রহন কারী সাহাবায়ে কিরামের আদালত অকাট্য। এব্যাপারে কোন মুসলমানের সন্দেহ পোষণ করার আদৌ অবকাশ নেই। বরং মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলাম গ্রহন কারী সকল সাহাবীর আদলত কতয়ী; সুপ্রমানিত। মুজাহির আনসার সবাই এর অন্তভুর্ক্ত । কেবল মক্কা বিজয় কালীন ইসলাম গ্রহন কারীদেরব্যাপারে কিছুটাদ্বিধা পরিলক্ষিত হয়। কারণ তাদের মাঝে মুয়াল লাফাতুল কুলূব গনও (যাদেরকে ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার মানসে যাকাত ও যুদ্দলব্ধ সম্পদ থেকে হিসসা প্রদান করা হতো) অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু আমাদের জন্য ওয়াজিব হল তাদের গুণা বলী ছাড়া অন্যআলোচনা থেকে যুবান কে সংযত রাখা

মুদ্দাকথা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত এব্যাপারে এক মত যে, সকল সাহাবী আদিল ছিকাহ। তাদের বর্ণিত রিওয়া য়িত ও সাক্ষী, গ্রহন যোগ্য। তাদের ব্যাপারে কোন প্রকার যাচাই বাছাই, সমা লোচনার অবকাশ নেই। এবিষয়ে নকলী (বর্ণনা নির্ভর) আক্লী (যুক্তি নির্ভর) প্রভূত দলীল বিদ্যামান রয়েছে। তারা দীনের কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিন্দু, হকের মাপ কাঠি। পরর্বতীদের জন্য তাদের অনুসরণ করা অপরিহার্য। সূরা তাওবায় ইরশাদ হয়েছেঃ–

يٰايها الذين اٰمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ٥

অর্থঃ–হেমুমিন গণ তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সাদিকীনদের সাথে থাক।

সূরাহাশরে মুহাজিরদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে –

للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ٥

অর্থঃ– এ সম্পদ অভাব গ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘর বাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। এবং আল্লাহও তার রাসূলের সাহায্য করে। তারা হতো সাদিকীন। সূরাইলুকমানে ইবশাদ হয়েছেঃ–

واتبع سبيل من اناب الىّ

অর্থঃ যে, বিশুদ্দ চিত্তে আমার অভিমূখী হয়েছে তারপথ অবলম্বন কর।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ থেকে প্রমানিত হয়ে যে, সমগ্র উম্মতের জন্য তাদের অনুসরণ, যিহনী গুলমী ও তাদের সাথে থাক ওয়া। জিব। এবিষয়টি উসূল (মৌলিক)। সাধারণ উর্সূলী নয়, বরং এরই উপর কিতাব সুন্নাহর ভিত্তি। এর মুকাবিলায় মওদূদীসাহেব রচিত গঠণতন্ত্রের উক্ত ধারা আবার লক্ষ্য করুন। তিনি পরিস্কার লিখেছেন রাসূল খোদা ব্যতীত (হযরত মুহাম্মদ সাঃ) আরকেউ সত্যের মাপ কাঠি নয়, সমালোচনার উর্ধেনয়। যিহনী গুলামীর যোর অনুকরণ অপরিহার্য) অধিকারী নয়।

www.pathagar.com

চিন্তাকরুন, উক্ত দফাটি কতখানি হক পরিপন্থি! ফিৎনা সৃষ্টি কারী! দ্বীন বিধ্বংসী! সাহাবায়ে কিরাম যদি মিয়ারে হকনা হন, তবে কুরআন করীমের উপর কিভাবে নির্ভর করা যাবে? হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে, কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তা অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে, না এর মাঝে কম বেশ সাধিত হয়েছে, এর কোন গ্যারন্টি থাকবে কি?

মওদূদী সাহেবের বক্তব্য অনুসারে রাসূলে খোদা ব্যাতীত কেউ যখন মি'য়ারে হকনন, তবে তো নিশ্চিত ভাবে একুরআন আমাদের নিকট হক্কানী লোকের মাধ্যমে পৌছেনি। সুতরাং এর নির্ভরতা কত খানি থাকবে? সুন্নাহর বেলায় ও একই প্রশ্ন দেখা দিবে। রাসূলে খোদাব্যাতীত কেউ যখন সামালোচনার উর্ধে নয় তাহলে সাহাবায়ে কিরামের বর্ণিত হাদীছ সমূহ কিভাবে গ্রহন যোগ্য হবে? নবী ব্যাতীত কারো অনুকরণ যখন ওয়াজিব নয় তখন কারো কথা কাজ কিকরে অনুকরণীয় গন্য হবে?

সারকথা হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে সকল সাহাবী আদিল[১] ছিকাহ, তাদের কেউ মাজরুহ বা গায়রে আদিল নন। পক্ষান্তরে মওদূদীসাহেবের আকীদা হল কোন সাহাবী মিয়ারে হক নন, যাচাই বাছাই ও সমালোচনার উর্ধেনন। তাদের অনুসরণ জরুরীনয়। অনুধাবন করুন কতখানি জঘন্য আকীদা! এ আকীদা দ্বারা দ্বীন কত খানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মওদূদীসাহেব তদীয় রচিত তাফ হীমাতের ২৯৪ পৃষ্টায় লিখেছেন এর চেয়ে আশ্চর্য জনক কথা হল অনেক সময় সাহাবায়ে কিরামকেও বিভিন্ন মানবিকদূর্বলতা আচ্ছন্ন করে ফেলত। তারা একে অন্যের উপর আঘাত হানতে থাকতেন। ইবনে ওমর শুনলেন, আবূহুরায়বা ভিত্র নামায যরুরী মনে করেন না, তখন বললেন আবূহুরায়রা মিথ্যুক। হযরত আয়েশা একবার হযরত আনাস ওআবূ সাঈদখুদরী সম্পর্কে বলেন তারা রাসূলের হাদীছ কি জানবে? তখন তারা বাচ্ছা ছিল।

(১) সকল সাহাবী আদিল, যাচাই বাছাই সমালোচনার উর্ধে। এটা মুহাদ্দিছীনে কিরামের সর্বসম্মত মত। সনদপরম্পরায় কোন রাঙী সাহাবী প্রমানিত হলে ইলমে জারাহ তাদীলের নিরিখে যাচাই বাছাই করার আর কোন অবকাশ তারা বৈধ মনে করেন না। (অনুবাদক)

www.pathagar.com

হযরত হাসান একবার (হযরত) আলীকে শাহিদ মাশহদের ব্যাখ্য জিজ্ঞসা করেন তিনি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন, অতঃপর বলা হল যুবায়ের ও ইবনে ওমর তো ভিন্ন রকম বলেন, তিনি বললেন তারা মিথ্যাবাদী। হযরত আলী একদা হয়রত মুগীরা ইবনে শু'বাকে মিথ্যুক বলেছেন। ওবাদা ইবনে সামিত একদা একটি মাসআল্লা বর্ণনা করতে গিয়ে মাসউদ ইবনে আওস আনসারীর উপর মিথ্যার অপবাদ আরোপ করেন, অথচ তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী।(২)

লক্ষ্য করুন, মওদূদী সাহেব সাহাবায়ে কিরামের প্রতি কেমন জঘন্য আকীদা পোষণ করেন! তিনি কি শিক্ষা দিচ্ছেন তার জামাআতকে। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কি আকীদার কথা বলছেন। উভয়ের ব্যাবধান কত দুস্তর।

মওদূদী সাহেব উল্লেখিত কথা গুলোর কোন সনদ বর্ণনা করেন নি, কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদৃতি ও দেন নি। ধৃষ্টতা এত খানি যে, কুরআন হাদীছ ও আহলেসুন্নাত ওয়ালজামাআতের ইজমার বিরুদ্দে সাহাবায়ে কিরামকে অনির্ভর যোগ্য গুনাহ গার ও মাজরুহ সব্যস্ত করছেন! সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাদের কে হেয় প্রতিপন্ন করছেণ! শ্রেষ্টযুগের প্রতি মানুষকে বীত শ্রদ্ধ করে তুলছেন !

উল্লেখিত বক্তব্য সম্পর্কে নিম্ন লিখিত পয়েন্টগোলো লক্ষ্য করুন।

(ক) তিনি উক্ত বক্তব্যের কোন সনদ উল্লেখ করেননি। কোন কিতাবের উদৃতিও দেন নি।

(খ) কোন স্তরের সনদ, সহীহ হাসান না যয়ীফ তাও উল্লেখ করেন নি।

(গ) যে সব ঘটনার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন, তা কস্মিণকালেও সবসময় কার বা অধিকাংশ সময়ের নয়। বরং হাতে গনা গুটি কয়েক জন থেকে কালেভদ্রে সংগঠিত হয়েছে। অথচ মওদূদী সাহেব বলেছেন, অধিকাংশ সময় সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) মানবিক দুর্বলতায় আচ্ছন হয়ে পড়তেন।!

(২) তাফহীমাত চতুর্থ সংস্বকরণ ২৯৪ পৃঃ দ্রঃ

www.pathagar.com

প্রথমতঃ এ ধরণের ভিত্তিহীন কথা যা, হঠাৎ কখনও সংঘটিত হয়েছে, উল্লেখ করাই উচিত ছিলনা। বিশেষত যখন তা কুরআন হাদীছ ওইজমার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যদি উল্লেখ করতেই হত তবে সনদ ও কিতাদের উদৃতি দান উচিত চিল। উল্লেখ না করলে যদি তার ভাত হযম না হয় তাহলে অন্ততঃ এটা বলতেন যে কখনও কখনও সাহাবায়ে কিরাম একে অন্যের উপর আক্রমনাত্মক কথাবার্তা বলতেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় এহেন জঘন্য কথা বলছেন তাও এমন শব্দে যাতে তাদের জীবনের সামগ্রিক চিত্র ফুটেউঠে। উপরন্তু আবরী ভাষায় كذب (কিযব) শব্দটি যেমন মিথ্যার অর্থে ব্যবাহার তেমনি ভাবে ভূলের অর্থেও ব্যবাহার হয়। হাদীছের বিখ্যাত ভাষ্য কার গণ দলীল প্রমান সহকারে তা উল্লেখ করেছেন। মওদূদী সাহেব উল্লেখিত ঘটনাবলীর উর্দূতারজামা করতে গিয়ে সততার পরিচয় দেননি। মুহাদ্দিছীনদের মতে সেসব স্থলে[১] কিযব অর্থ, ভুল।

কোন কোন মওদূদী পন্থি, তাফহীমাতের উক্ত বক্তব্যের পক্ষে হাফিয ইবনে আবদুল বার এর কিতাবুল ইলমের উদৃতি দিয়েছেন। কিন্তু কিতাবুল ইলমে, উক্ত বক্তব্যর কোন সনদ উল্লেখ করা হয়নি। ইমাম ইবনে আব্দুল বার এর পূর্বের কারো কথাও যে খানে সনদ ছাড়া গ্রহন যোগ্য নয় সেখানে তার কথা কি করে গ্রহণযোগ্য হবেই। বিশেষতঃযখন ইবনে আবদুল বার ও সাহাবায়ে কিরামের মাঝে কয়েক শতকের ব্যাবধান বিদ্যমান।

---

(১) জেনে শুনে বাস্তবপরিপন্থি কথা বার্তা বলা কে যেমন আরবী ভাষায় (কিযব) বলা হয়, তেমনি ভাবে বক্তা যেটাকে নিজ ধারণা অনুযায়ী বাস্তব, সত্য মনে করেছেন অথচ তা বাস্তব সম্মত নয়, আরবী ভাষায় সেটা কেও কিযব বলা হয়। এখানে ইচ্ছার দখল নেয়। সুতরাং প্রথম ব্যাখ্যানুযায়ী কিযবের অর্থ মিথ্যা, দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুয়ারী এর অর্থ ভুল। আরবী সাহিত্যেএর ভূরিভূরি প্রমান রয়েছে। (অনুবাদক)

www.pathagar.com

কোন সাহাবী দূরের কথা তাবেয়ীর সাথে ও তার সাক্ষাৎ হয়নি, তিনি তিনশত আটাইশ হিজরিতে জন্ম গ্রহন করেন, এবং চার শত তেষাট্টি তে মৃত্যু বরণ করেন, তাছাড়া তদীয় রচিত গ্রন্থ আল ইসতীয়াবের ন্যায় কিতাবুল ইলম তত খানি প্রসিদ্ধ নয়। আমরা ইসতীয়ার থেকে এমন বহু বক্তব্য উল্লেখ করেছি যা কিতাবুল ইলমের বক্তব্যের সম্পূর্ণ পরি পন্থী।

সুতরাং এটা মূল কিতাবুল ইলমের বক্তব্য হতে পারে না। কোন খারিজী শিয়া বা বিদআতীর অনুপ্রবেশ কৃত হবে। বা উক্ত বক্তব্যের এমন অর্থ গ্রহন করতে হবে যাতে সাহাবায়ে কিরামের আদালতে কোন প্রকার আছড় নালাগে। তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়া হয় উক্ত বক্তব্য হাফিয ইবনে আবদুল বাররের এবং এর অর্থ তাই যা মওদূদী সাহেব বলছেন, তবে নিশ্চিত ভাবে তা অগ্রাহ্য হবে। যেমন স্বয়ং ইমাম ইবনে আবদুল বার এবং হাদীছ, আকায়েদ উসূল ও ফিকাহার অন্যান্য ইমাম গণ স্বস্ব নির্ভর যোগ্য কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন।

কুরআন করীমের অনেক আয়াত ও বহু সংখ্যক সহীহ হাদীছ দ্দারাও তা প্রমানিত হয়। সুতরাং উক্ত বক্তব্য যারই হোক না কেন তা গ্রহন যোগ্য হবেনা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাইতের সাথে মওদূদী সাহেবের এটা আরেকটি মৌলিক বিরোধ। মওদূদীসাহেব এখানে ও সম্পূর্ণ গুমরাহীতে নিপতিত আছেন। মর্তব্যয়ে সাহাবায়ে কিরাম মাসূম নয়, বটে তবে মাহ্ফূন অবশ্যই (১)। সুতরাং কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে–

يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الاخرة .

অর্থঃ– যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদিগকে ইহজীবনে ও পর জীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

---

(১) আম্বিয়া (আঃ) মা'সূম, তাদের থেকে গুনাহ নির্গত হওয়া অসম্ভব। সাহাবায়ে কিরাম মাহ্ফূয অর্থাৎ নীতিগত ভাবে তাদের থেকে গুনাহ হওয়া সম্ভব বটে তবে সাধারণত হয় না। পরি পূনণ ইমান য়াকীন ওআমালে সালেহার বরকতে তারা মাহফূয থাকেন।

www.pathagar.com

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

إن اولياءه الا المتقون

অর্থঃ– নহে, মুত্তাকী গণই তার তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং আম্বিয়া (আঃ) ছাড়া সাহাবায়ে কিরাম বুযর্গানেদীন, পরিপূর্ণ ঈমান ও তাকওয়ার বদৌলতে তারা হবেন আল্লাহর একান্ত বন্ধু, আল্লাহ কর্তৃক মাহ্ফুয। ইতিহাস গ্রন্থ সমূহে সাহাবায়ে কিরামের আদালত পরিপন্থি যে, সব কিচ্ছা কাহিনী বিধৃত হয়েছে তা মোটেও ভ্রুক্ষেপ যোগ্য নয়। সেগুলোর সনদ আদৌ গ্রহন যোগ্য নয়। সে সব রিওয়ায়িতের অধিকাংশ গুলো, শিয়া, খারিজী মুলহিদদের গড়া, এবং তারাই সুকৌশলেতা বিভিন্ন কিতাবে প্রবিষ্ট করেছে। তুহফায়ে ইছনা আশা রিয়াহ গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে তা বিবৃত হয়েছে। একারণেই মুহাদ্দিছীনে কিরামকে আসমাই রিজাল তাদভীন করতে হয়েছে। মাওযূ আতের (মন গড়া হাদীছ) উপর কিতাব লিখতে হয়েছে।

مايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فكنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها وان يسألنى لاعطينه ولئن استعاذ لى لاعيذنه - بخارى -

অর্থঃ– হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন নফল নামাযের মাধ্যমে বান্দা আমার অতি নিকটতম হয়ে যায় এমন কি আমি তাকে মুহাব্বাত করতে থাকি তখন আমি তারকান হয়ে যাই যদ্দারা সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যদ্দারাসেদেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই সে তদ্দারা স্পর্শ করে আমি তার পা হয়ে যাই তদ্দারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে প্রার্থনা করে আমি অবশ্যই কবুল করি আর যদি আমার আশ্রয় চায় অবশ্যই আশ্রয়দান করি। (বুখারী) উক্ত হাদীছ বুযুর্গানে দ্বীন আল্লাহ কর্তৃক মাহফুয হওয়ার ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন। সুস্পষ্ট। অনুবাদক

www.pathagar.com

সুতরাং কুরআন করীমের আয়াত ও হাদীছের মুকাবিলায় এসব মিথ্যা রিওয়ায়িত কি করে গ্রহন যোগ্য হবে? (১)

এতক্ষন পর্যন্ত আমরা মওদূদী সাহেব ও তদীয় প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত জামাআতে ইসলামীর মৌলিক গুমরাহী গুলোর উল্লেখ করেছি। এবার আমরা মওদূদীসাহেব কুরআন করীম ওহাদীছের যে, পরিস্কার বিরোধিতা করেছেন তার বিবরণ তোলে ধরব। এতে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে তার বার বার কুরআন হাদীছের উল্লেখ, স্বীয় খাহিশ প্রমানের ব্যর্থ প্রয়াস বৈ কিছুনয়। তিনি সলফে সালিহীনের মত– পথের বিপরীত একটি নতুন চিন্তা ধারা প্রবর্তন করেছেন এবং এর উপর পরিচালিত করে ধর্মপ্রাণ, সরল মুসলমানদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের ব্যাবস্থা করেছেন।

লক্ষ্য করুন, সূরা হুজরাতে ইরাশাদ হয়েছে–

واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبّب اليكم الايمان وزيّنه فى قلوبكم وكرّه اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الرّاشدون فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم -

---

(১) ইতিহাস, নিছক ইতিহাস হিসাবে সনদের তেমন প্রয়োজন না থাকলেও শরীআতের কোন বিষয় প্রমান করতে গেলে তার সনদ অবশ্যই প্রয়োজন হবে। সে সনদের রাভীদের যাচাই বাছাই করতে হবে। সাহাবায়ে কিরাম মি'য়ারেহক হওয়া আদিল হওয়া এটা উম্মতের সর্ববাদী আকীদা। কুরআন হাদীছ দারা সুপ্রমানিত।

সুতরাং এ আকীদার পরিপন্থি ইতিহাসের যে কোন বর্ণনার সনদ অপরিহার্য। এবং যাচাই বাছাই করার পর রাভী অনির্ভরযোগ্য প্রমানিত হলে তা কোন ভাবেই গ্রহনযোগ্য হবে না। আর সকল রাভী যদি আদিল হয় তবে কুরআনের বর্ণিত আকীদার সাথে এর তাতবীক (সামঞ্জস্য) বিধান করতে হবে। এ ও সম্ভাবনা হলে কুরআন করী মের মুকা বিলায় সে বর্ণনা বাদ হয়ে যাবে। (অনুবাদক)

www.pathagar.com

অর্থঃ– তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে কিন্তু আল্লাহ তোমাদের (সাহাবায়ে কিরাম) নিকট ঈমান কে প্রিয় করে দিয়েছেন। এবং তা তোমাদের হৃদয় গ্রাহী করেছেন। কুফরী পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন, তোমাদের নিকট অপ্রিয়, তারাই (সাহাবায়ে কিরাম) সৎ পথ অবলম্বন কারী।

চিন্তা করুন, সাহাবায়ে কিরাম যাদের হৃদয়ে আল্লাহ তাআলা ঈমান কে সুপ্রিয় করে দিয়েছেন, সুশোভিত ও হৃদয় গ্রাহী করে দিয়েছেন, ঈমান যাদের প্রকৃতি ওমজ্জাগত জিনিষে পরিণত হয়েছে, কুফর পাপাচার অন্যায় অপরাধের প্রতি যাদের হৃদয়ে ঢেলে দেয়া হয়েছে প্রচন্ড ঘৃনা, যাদের হকের উপর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে স্বয়ং কুরআন করীম দ্যর্থহীন ভাষায়, হসরের সাথে, তারা কি মি'য়ারে হক হবেন না? সমালোচনার উর্ধে হরেন না।? তাদের তাকলীদ (অনুসরণ) কি সকল আশংকা মুক্ত নয়? উক্ত আয়াত, প্রত্যেক সাহাবীর পরিপূর্ণ সত্যায়ন করেছে। সাহাবায়ে কিরাম থেকে কালেভদ্রে স্বেচ্ছায় কোন গুনাহ হয়ে থাকলে তবে তা উল্লেখিত আয়াত ও তারা মাহফূয হওয়ার পরি পন্থী হবে না।

কারণ আদালত অন্তর্ণিহিত এমন যোগ্যতার নাম, মানব প্রকৃতিতে গেথে যাওয়া এমন এক প্রবল শক্তির নাম যা মানুষকে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত রাখে সগীরাহ গুনাহর উপর ইসরার (বেপরোয়া হয়ে বার বার করা) এবং অশালীন অশোভনীয় ও নিচুকাজ ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। হঠাৎ কখনও কোন গুনাহ বা অন্যায় হয়ে যাওয়া, অতঃ পর এব্যাপারে অনুতপ্ত হওয়া আদালত কে খন্ডন করতে পারবেনা। এবং এটা হিফাযতের ও পরিপন্থী নয়। কিন্তু মওদূদীসাহেব সাহাবায়ে কিরাম কে আদিল মানেননা। তাদেরকে সমালোচনার উর্ধে মনে করেন না।

দেখুন কত দুস্তর ব্যবধান উভয়ের মাঝে

www.pathagar.com

বলুন এটা কি ফরযী ইখতিলাফ না উসূলী?
সূরা ফাতায় ইরশাদ হয়েছে–

محمد رسول الله والذين معه اشدّاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذٰلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ٥

অর্থঃ– মুহাম্মদ, আল্লাহর রাসূল, তার সাহাবীগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরম দয়ালু, সাহানুভূতিশীল আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদের কে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে। তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জিলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছ যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ওপুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডের উপর দাড়ায় দৃঢ় ভাবে যা চাষীরে জন্য আনন্দ দায়ক্। এভাবে আল্লহ তাআ'লা মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন।

এআয়াতে দ্যর্থহীন ভাবে বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের ঈমান; য়াকীন, বিশ্বাসের স্তর অতিক্রম করে মুহাব্বাত ও প্রেমের সর্বোচ্চ স্তরে উপনিত হয়েছে। তাদের হৃদয়ে আল্লাহ ও রাসূলের প্রেম এত কল্পনাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বিশ্বাসী মুমিনদের প্রতিও তা পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়েছে। এবং আল্লাহ ও রাসূলের দুশমন, কাফিরদের প্রতি, তাদের অন্তরে জেগেছে প্রচন্ড ঘৃণা, ক্ষোভ। তারা তাদের সাথে কেবল সম্পর্কচ্ছেদ করেননি, বরং সবস্ল ক্ষেত্রে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোরতাও প্রদর্শন করেছেন। আর মুমিন মুসলমানগণ ছিল তাদের পরম মাহবুব, সুপ্রিয়। এমন কি তারা ছিল

www.pathagar.com

পরস্পরে সহানুভূতিশীল দয়ালু। আবদিয়্যাতের (আল্লাহর দাসত্বের) গুণ তাদের অস্তিত্বে এত পূর্ণমাত্রায় প্রতিভাত হয়েছিল যে, তা কেবল আনুষ্ঠাণিকভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত সীমিত ছিল না। বরং তাদের তনুমন সব কিছু সে রঙ্গে রঙীন হয়েছিল। সর্বোপরি ইহলৌকিক, পারলৌকিক সকল স্বার্থের উর্ধে উঠে একমাত্র আল্লাহর রিযা, মাহ্বুবে হাকীকীর খোশনূদী ও সন্তুষ্টির প্রত্যাশী ছিলেন তারা। তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য ছিল রিয়াই–ইলাহী, তারই ফাযল, করম ও অনুগ্রহ। তাদের আবদিয়্যাত ও তাবিদারী কোন সাময়িক ব্যপার ছিলনা। বরং এর সার্বক্ষণিক ও সুদৃঢ় মেযাজ তাদের অস্থি মজ্জায় মিশে ছিল। তাদের দেহ মনের রন্ধ্রে,রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল উবূদিয়্যাতের চিরস্থায়ী কয়ফিয়্যাত। চেহারায় অঙ্গ প্রতঙ্গে আজিযী ইনকিসারী ও বিনয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট। পাত্র থেকে তাই প্রকাশ পায় ভিতরে যা আছে" প্রবাদের জ্যন্তছবি। তাদের এ গুণাবলী আযল (অনাদীকাল) থেকে বিকশিত হয়েছে। সুতরাং তাওরাত–ইঞ্জিলেও তাদের এ সূউচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে সবিস্তারে।

লক্ষ করুন, সাহাবায়ে কিরামের স্তুতি বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআ'লা والذين معه যারা তার সাথী বাক্য উল্লেখ করেছেন। উসূলেফিক্হ ও মাআনীর কায়িদা অনুযায়ী ইসতিগরাক, তথা সকল সাহাবী–এর অন্তর্ভূক্ত হবেন। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সাথী উক্ত গুণাবলীতে গুণান্বিত। এঅর্থ বুঝেছেন আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। তাই তারা সকল সাহাবীর সত্যায়ন করেন, তাদের কারো সমালোচনা বৈধমনে করেন না। এবং এর জন্য তাদের পবিত্র জীবন ও আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বর্ণিত ঘটনাবলীকেই জলন্ত সাক্ষী মনে করেন। পক্ষান্তরে মওদূদী সাহেব কোন সাহাবীকে চাই তিনি খলীফা–ই–রাশিদ হোন বা, আশারাইমুবাশ্শারা (দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী) বদরী সাহাবী হোন বা আসহাবে বায়আতুর রিযওয়ান কাউকে হকের মাপ কাঠি বিশ্বাস করেন না। সমালোচনার উর্ধ্বে

www.pathagar.com

মনে করেন না। কাউকে অনুকরণীয় মনে করেন না। এটা কি কুরআন হাদীছের সম্পূর্ণ পরিপন্থী নয় ? এটা কি উস্‌লী মাস আলা নয়?

সূরা তাওবায় ইরশাদ হয়েছে—

والسابقون الاوّلون من المهاجرين والانصار والذين اتّبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه واعدّ لهم جنّات تجرى تحتها الانهار خالدين فيها ابدًا ذٰلك الفوز العظيم

অর্থঃ– মুহাজির ও আনসার যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সহিত তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত যার নিম্ন দেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটা মহা সাফল্য।

আল্লাহ তাআলা তার চিরন্তন, শাশ্বত কালামে সাবিকীনে আওয়ালীন মুহাজির আনসার ও তাদের নিষ্ঠাবান অনুসারীদেরকে এমন রিয়া ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছেন যাতে তারা খুশী হবে, পরিতৃপ্ত হবেন। আরো সুসংবাদ দিচ্ছেন, আমি তাদের জন্য এমন জান্নাত তৈরী করে রেখেছি যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবেন। এবং এটাই তাদের মহা সাফল্য। এখন প্রশ্ন হল যারা মিয়ারেহক নন, যাদের কথা কর্ম হক্কানী নয়, যাদের মাঝে খাদ আছে, যাদের সমালোচনা বৈধ, যাদের তাকলীদ না জায়িয আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন কি? আল্লাহ তাআলা বলছেন, তিনি সাবিকীনে আওয়ালীন (সকল আনসার ও মুহাজির তারা পরবর্তীদের তুলনায় প্রথম ও অগ্রগামী) মুহাজির ও আনসার ও তাদের নিষ্ঠাবান অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট। পক্ষান্তরে মওদূদী সাহেব একে মিথ্যা

www.pathagar.com

প্রতিপন্ন করছেন। তিনি বলছেন, কোন সাহাবী তাবেয়ী পরবর্তী কেউ মিয়াবে হক নন অনুকরণীয় নন।

সূরা ফাত্হায় ইরশাদ হয়েছে–

لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فانزل الله السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ٥

অর্থ ঃ– মুমিনরা যখন বৃক্ষ তলে তোমার নিকট বায়আত গ্রহন করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন, তাদের কে তিনি দান করলেন, প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয় ও বিপুল পরিমান যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে। আল্লাহ পরাক্রম শালী প্রজ্ঞাময়।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বায়আতুর রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারী পনের শত সাহাবায়ে কিরামের সম্পর্কে কত বলিষ্ঠ ভাষায় স্বীয় রিযা(১) ঘোষণা করেছেন। কিন্তু মওদূদী সাহবের বক্তব্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত

সূরা তাহ্রীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ–

يوم لا يخزى الله النبى والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شىء قدير ٥

---

(১) রিযার এ ঘোদায়ী ঘোষণা চিরন্তন, শাশ্বত। কারণ তিনি আলিমে গায়ব। সাধারণ সাহাবায়ে কিরাম থেকে রিযা পরিপন্থী কোন কিছু নির্গত হবে না কখনও হয়ে গেলে অবশ্যই তাদের তাওবা, নসীব হবে। উক্ত ঘোষণা এরই প্রমান। অনুবাদক।

www.pathagar.com

অর্থঃ– যে দিন আল্লাহ নবী ও সাহাবীদেরকে লজ্জিত করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও ডান পাশে ধাবিত হবে। তারা বলবে হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর, এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, তুমি সর্ব বিষয়য়ে সর্ব শক্তিমান।

আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীদের ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন, তিনি তাদেরকে লজ্জিত করবেন না। অপদস্ত করবেন না। তাদেরকে এমন নূরদান করবেন যা তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে এবং তাদের সে নূরকে পূর্ণতা দান করবেন। তাদের মাগফিরাত করবেন। উত্তম পরিণাম ও জান্নাতে প্রবেশের এহেন নিশ্চিত গ্যারান্টি লাভের পরও কি সাহাবায়ে কিরাম মিয়ারে হক হবেন না? এর পরও কি তাদের যাচাই বাছাই করার কারো অধিকার থাকবে ? তাদের সমালোচনা বৈধ হবে? মওদূদী সাহবের উক্ত দফা সম্পূর্ণ কুরআন বিরোধী নয় কি? কুরআন তো সকল সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছে। পক্ষান্তরে মওদূদী সাহেব তাদের কাউকে আদী তানকীদের উর্ধে মনে করেন না।

সূরা হাদীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ–

لا يستوى منكم مَن انفق مِن قبل الفتح وقتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا و كلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ٥

অর্থঃ– তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা (মর্যাদায়) সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, তাদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে হুসনার (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।

www.pathagar.com

উক্ত আয়াতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে ব্যয়কারীদের মাঝে মর্যাদার ব্যবধান বর্ণনা করতঃ আল্লাহ তায়ালা উভয় জামাআতের জন্য 'হুসনার' ওয়াদা করেছেন।

বলুন যারা হক্কানী নয় তাদের জন্য কি 'হুসনার' খোদায়ী প্রতিশ্রুতি হতে পারে ?

সূরা আলে ইমরানে ইরশাদ হয়েছে ঃ–

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله ٥

অর্থ ঃ– তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশদান কর, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।

উক্ত আয়াতের প্রথম সম্বোধিত জামাআত হলেন সাহাবায়ে কিরাম। তাদেরকে সবল্ল পূর্ববর্তী উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়েছে। যারা হকের মি'য়ার নন সমালোচনার উর্ধে নন, যাদের অনুকরণ যরূরী নয়, তারা কি এমহা অভিধায় সম্বোধিত প্রথম শ্রেণী হওয়ার যোগ্যতা রাখেন ?

সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে ঃ–

وكذلك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا ٥

অর্থ ঃ– এভাবে আমি তোমাদেরকে একমধ্য পন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি। যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ ও রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হবে।

উক্ত আয়াতে সাহাবায়ে কিরামকে (আয়াতের প্রথম সম্বোধিত জামাআত) চরম– নরমমুক্ত মধ্যপন্থী, শ্রেষ্ঠ ও সরল পথে প্রতিষ্ঠিত জামাআত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে তারা পূর্ববর্তী নবীদের জন্য গ্রহণযোগ্য সাক্ষী হতে পারেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লাম (যিনি সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে ভাল জানেন) তাদের সততা ন্যায় পরায়নতা ও আদালতের সাক্ষী দিতে পারেন।

এটা সুস্পষ্ট যে, উক্ত আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদিয়া (যারা নিজেদের উক্ত মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছে) বিশেষতঃ সাহাবায়ে কিরামের কতই না সুউচ্চ মর্যাদা প্রমানিত হয়। কিন্তু মওদূদী সাহেব তাদের কাউকে অনুসরণীয় মনে করেন না।

সূরা আ'রাফে ইরশাদ হয়েছে ঃ–

ورحمتى وسعت كل شئ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكوة والذين هم بايتنا يومنون الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل معه اولئك هم المفلحون ٥

অর্থঃ– আমার দয়া তা প্রত্যেক বস্তুকে ব্যাপ্ত, সুতরাং আমি দয়া তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয়, ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে। যারা অনুসরণ করে বার্তা বাহক উম্মী নবীর যার উল্লেখ তাওরাত ইঞ্জিল ও যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায় যে, তাদেরকে সৎকাজে নির্দেশ দেয়, ও অসৎ কাজে বাধা দেয় যে, তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরু ভার হতে, ও শৃংখল হতে যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে এবং যে, নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফল কাম।

www.pathagar.com

উক্ত আয়াতসমূহে উম্মতে মুহাম্মাদী যাদের প্রশংসা মর্যাদা ও তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম হলেন সে সবের প্রথম ও পরিপূর্ণ অধিকারী। কিন্তু মওদূদী সাহেব এত বিশাল মর্যাদার পরও তাদেরকে অনুকরণীয় মানতে রাযী নন।

উপরোল্লেখিত নয়টি আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত বহু আয়াত আছে যেখানে ইশারা ইঙ্গিতে, দালালাতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। পত্রের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকায় তা এখানে উল্লেখ না করা সমিচীন মনে করছি।

সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত সম্পর্কে হাদীছ ভান্ডারে রিওয়ায়াতের বর্ণনার এত বিরাট সম্ভার রয়েছে, তাতে বড় বলিয়ামের কিতাব রচিত হতে পারে। আমরা এখানে নমুনা হিসাবে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করছি।

عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى ما ادرى ما بقائى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر وعمر وزاد الحافظ ابو نصر فانهما حبل الله المدود فمن تمسك بهما تمسك بالعروة الوثقى لا انصمام لها (مرقاة ٥٤٩) ورواه الترمذى وحسنه واحمد وابن ماجة صححه ابن حبان والحاكم والطبرانى عن ابى الدرداء والترمذى عن ابن مسعود رض -

অর্থঃ– হুযুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমি বলতে পারছিনা আর কত দিন তোমাদের মাঝে বেচে থাকব। আমার পর তোমরা আবু বকর– ওমরের অনুসরণ করবে। কারণ তারা উভয়ে আল্লাহর বিস্তৃত রজ্জু যে, তাদেরকে (মত ও পথকে) আকড়ে থাকবে সে এমন মযবুত হাতল ধরল যা কখনও টুটবেনা।

www.pathagar.com

উক্ত হাদীছে হযরত আবূ বকর ও ওমরের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ মওদূদী সাহেব বলছেন আবূ বকর, ওমর কোন সাহাবীই অনুকরণীয় নন, মিয়ারে হক নন। তাদের তাকলীদ বৈধ নয়।

عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خير امتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم بعد هم قوما يشهدون و لا يستشهدون (رواه الشيخان)

অর্থ ঃ– রাসূল করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমার যুগ, শ্রেষ্ঠ যুগ, অতঃপর তাবিয়ীন দের যুগ। অতঃপর তাবয়ে তাবিয়ীনদের যুগ, তারপর এমন লোকের প্রাদুর্ভার ঘটবে যারা উপযাচক হয়ে সাক্ষী দিবে। বূখারী, মুসলিম।

পক্ষান্তরে মওদূদী সাহেব বলছেন অধিকাংশ সময় সাহাবায়ে কিরাম একে অন্যের উপর আঘাত হানতেন, এ যদি হয় সাহাবায়ে কিরামের সামগ্রিক চিত্র, তবে তাদের যুগ, শ্রেষ্ঠ যুগ কিরূপে হবে?

عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انفق زوجين من شئ من الاشياء فى سبيل الله دعى من ابواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلوة دعى من باب الصلوة ومن كان من اهل الجهاد دعى من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقة دعى من باب الصدقة و من كان من اهل الصيام دعى من باب الصيام - باب الريان - فقال ابو بكر رض ما على الذى يدعى من تلك الابواب من ضرورة و قال هل يدعى فيها كلها احد يا رسول الله فقال نعم ارجو ان تكون منهم -

অর্থঃ– হযরত আবূ হুরায়রা বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, ব্যক্তি কোন জিনিষের দুই জোড়া আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তাকে জান্নাতের দরযা থেকে ডাকা হবে এ বলে হে আল্লাহর বান্দা, এটা উত্তম, যে ব্যক্তি নামাযী হবে তাকে

www.pathagar.com

নামাযের দরযা থেকে ডাকা হবে যে, জিহাদকারীদের অন্তভূক্ত হবে তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। সদকাকারীকে সদকার দরজা থেকে আহবান করা হবে। রোযাদারকে রোযার দরজা থেকে আহবান করা হবে। অর্থাৎ বাবে রায়য়ান থেকে। হযরত আবূ বকর আরয করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ যদিও কাউকে সকল দরজা দিয়ে ডাকা যরুরী নয় তবুও এমন কেউ আছে কি যাকে সকল দরজা থেকে ডাকা হবে? ইরশাদ হল, হ্যাঁ আশা করি তুমি আবূ বকর তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে। বুখারী মুসলিম।

উক্ত হাদীছ থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে হযরত আবূ বকর সকল আমলের জামি। তিনি যাবতীয় সৎ কর্মের আধার। কিন্তু মওদূদী সাহেব বলছেন, এহেন ব্যক্তি ও সমালোচনার ঊর্ধে নন, অনুকরণীয় নন।

ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر لوکنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر - رواه البخاری

অর্থঃ– বন্ধুত্ব ও আর্থিক দিক থেকে আমার উপর সবচেয়ে অধিক অনুগ্রহ যার সে হল আবূবকর। আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে বন্ধু বানাতাম, তবে আবূ বকরকে বানাতাম, বুখারী।

হুযুর (সাঃ) সমগ্র মানবের মাঝে আবূবকরকে বন্ধ বানানোর উপযুক্ত মনে করছেন, তাঁকে সাহাবায়ে কিরামের ইমাম, নিজের স্থলাভিষিক্ত বানাচ্ছেন, আর মওদূদী সাহেব বলছেন, তিনি ও তাকলীদের উপযুক্ত নন, সমালোচনার ঊর্ধে নন। মিয়ারে হক নন।

عن العرباض بن سارية علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین تمسکوا بها و عضوا علیها بالنواجد - مشکوة - رواه احمد - ابو داؤد الترمذی وابن ماجة قال الترمذی حدیث حسن صحیح -

অর্থঃ– হযরত (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমারও খুলাফায়ে রাশদীনের (হিদায়েত প্রাপ্ত খলিফা) সুন্নাত কে আকড়ে থাক এবং দৃঢ়ভাবে তার উপর আমল কর।

www.pathagar.com

লক্ষ্য করুন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী ও হাসান (রাঃ); খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রত্যেকের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু মওদূদী সাহেব তাদের কাউকে মিয়ারে হক বিশ্বাস করেন না। সবাইকে সমালোচনার আওতাধীন মনে করেন, বলুন এটা সম্পূর্ণ হাদীছের বিরোধীতা নয়?

عن عبد الله بن عمرو بن العاص تفترق امتى على ثلث و سبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة قيل من هم يارسول الله قال ما انا عليه واصحابى ـ مختصرا عن مشكوة ـ رواه الترمذى واحمد وابوداؤد وقال الترمذى حسن غريب ـ

অর্থঃ– আমার উম্মত তিহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে, তারা সবাই জাহান্নামী এক জামাআত ব্যতীত, আরয করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ তারা কারা? ইরশাদ হল, যারা আমারও আমার সাহাবীদের মত–পথের অনুসরণ করবে।

রাসূলকরীম (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে সত্যের মাপ কাঠি ঘোষণা করছেন, তাদের অনুসরণকে নাজাতের একমাত্র উপায় বলছেন। পক্ষান্তরে মওদূদী সাহেব তাদের কাউকে মিয়ারে হক স্বীকার করেন, না। কাউকে সমালোচনার উর্ধে মনে করেন না। দেখুন গুমরাহী আর কাকে বলে?

عن ابى مسعود رض (مختصرا) اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة وابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه و لاقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم وتمسكوا ما استطعتم من اخلاقهم و سيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم (رواه رزين)

অর্থঃ– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস উদ বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই হিওয়াসাল্লামের সাথী গণ এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সম্পূর্ণ পূত পবিত্র হৃদয়ের মালিক তারা, সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী,

www.pathagar.com

কৃত্রিমতার লেশমাত্রও নেই তাদের কথা ও কাজে। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে স্বীয় নবীর সাহচর্য ও দীন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের ফযীলত ভালভাবে জেনে নাও। তাদের পদাংকানুসরণ কর। যথা সম্ভব তাদের আখলাক চরিত্র, ওসীরাতকে আকড়ে থাক। কারণ তারা ছিল হিদায়েতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। রিযীণ।

বলুন, মওদূদী সাহেব তাদের এ ফযীলতসমূহ স্বীকার করেন কি? গঠণতন্ত্রের উক্ত দফা, তাফহীমাতের সে বক্তব্যের দ্বারা তাদেরকে অপদস্থ করা হয়নি?

عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم اناس محدثون فان يك في امتي احد فانه عمر زاد زكريا بن ابي زائدة عن سعد بن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان فيمن قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يك في امتي منهم احد فعمر - الصحيح للبخاري ص ٥٢١
رواه مسلم والترمذي والنسائي

অর্থঃ– রাসূল করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মাঝে এমন ব্যক্তি হবেন, যাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম আসত, আমার উম্মতের মাঝে কেউ যদি এমন হয়, তবে সে ওমর। অন্য সনদে ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের পূর্বে বনী ইসরাইলের মাঝে এমন লোকছিল, আল্লাহর পক্ষ থেকে যাদের সাথে কথা বলা হত (ইলহাম হত) কিন্তু তারা নবী নন। আমার উম্মতের মাঝে কেউ যদি এমন হয়, তবে সে ওমর (বুখারী।)

لوكان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب (رواه الحاكم في

www.pathagar.com

المستدرك قال حديث صحيح الاسناد

অর্থঃ– হুযুর (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমার পরে কেউ যদি নবী হত তবে সে ওমর হত। মুসতাদ রাকে হাকিম।

ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه . رواه احمد والترمذی عن ابن عمر واحمد وابو داؤد -

অর্থঃ– আল্লাহ তাআলা, ওমরের যুবানে ও হৃদয়ে হকসুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিরমিযী, আহমদ,

দেখুন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব এত মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও মওদূদী সাহেবের নিকট তিনি মিয়ারে হক নন, সামালোচনার উর্ধে নন, তার তাকলীদ জায়েয নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামকৃত হক হক্কানিয়াতের প্রতীক, নবুওয়াত লাভের যোগ্য বলে ঘোষণা করছেন, আর মওদূদী সাহেব এসবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেন!

লক্ষ্যকরুন, ফারাক কতখানি !

حمزة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا انا قائم اشرب يعنى اللبن حتى انظر الى الروى يجرى فى ظفرى او قال فى اظفارى ثم ناولت عمر قالوا فما اولت قال العلم -

অর্থঃ– হুযুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, এত প্রচুর দুধপান করেছি যে, আমার নখে তার প্রবাহ ফুটে উঠেছে। অতঃপর আমি তা ওমরকে দিলাম, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, এর কি ব্যাখ্যা করেছেন, ইরশাদ হল ইলম।

লক্ষ্য করুন, এটা হযরত ওমরের ইলমী যোগ্যতার কত বড় স্বীকৃতি। স্বয়ং সাহেবি শরীআতের হযরত (সাঃ) পক্ষ থেকে। অথচ মওদূদী সাহেব বলছেন, তিনি ও অনুকরণীয় নন।

www.pathagar.com

عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله فى اصحابى لا تتخذوا هم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم و من ابغضهم فببغضى ابغضهم و من اذاهم فقد اذانى و من اذانى فقد اذى الله و من اذى الله يوشك ان يأخذه - رواه الترمذى واحمد والبخارى فى التاريخ .

অর্থঃ– হযরত (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয়কর, আল্লাহকে ভয় কর, তাদের কে সমালোচনার লক্ষ্য বানিও না, যে তাদেরকে মুহাব্বাত করল সে আমার মুহাব্বাতের কারণেই তাদেরকে মুহাব্বাত করল যে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই সে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল যে, তাদেরকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল, যে আমাকে কষ্ট দিল সে বস্তুতঃ আল্লাহকে কষ্টদিল। যে, আল্লাহ তাআলাকে কষ্ট দিল অতিসত্তর আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন। তিরমিযী।

সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসায় বর্ণিত হাদীছের তালিকা বিশাল। তাবেয়ীন ও আসলাফে কিরাম সম্পর্কেও হাদীছ রয়েছে অনেক। আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় আমারা এখানে ইতি করছি। এতেই দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যে, মওদূদী সাহেব ও তদীয় প্রতিষ্ঠিত জামাআতে ইসলামী সীরাতে মুসতাকীম (সরল পথ হিদায়াত) থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে। সুতরাং তাদের অনুধাবন করা উচিত। নিজেদের আকীদা আমল সহীহ করা উচিত। সলফে সালিহীন (সুমহান পূর্ব সূরীদের) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গুমরাহীর শিকার না হওয়া উচিত। ভালভাবে জেনে নিন। একমাত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসরণের মাঝেই নাজাত নিহিত।

আল্লাহই হক বলেন, সরল পথ দেখান। সত্যানুসন্ধিৎসুর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

কেউ কেউ এখানে প্রশ্ন রেখেছেন মিয়ারে হক, হকের মাপকাঠি হবেন কেবল তিনি যিনি সাহিবেওহী, যার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসে। কারণ একমাত্র তিনিই মাসুম, খোদায়ী প্রহরা যার

www.pathagar.com

অনুক্ষণের সাথী। কখনও ভুল হয়ে গেলে সাথে সাথে ওহীর মাধ্যমে যাকে শুধরিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং একমাত্র নবীই মিয়ারে হক হবেন, অন্য কেউ নয়। এবং মওদূদী সাহেব গঠণতন্ত্রের উক্ত ধারায় তাই বলেছেনা কিন্তু মওদূদী সাহেবের বক্তব্যের এ ব্যাখ্যা নিতান্ত ভুল। এটা বক্তার বিপরীত বক্তব্য, তার উপর চাপিয়ে দেয়ার নামান্তর। নিম্ন লিখিত পয়েন্টগুলো লক্ষ্য করুন।

(ক) মওদূদী সাহেবের গঠণতন্ত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যান্য আম্বিয়া (আঃ) সম্পর্কেও মিয়ারে হক না হওয়া, সমালোচনার ঊর্ধে না হওয়া অনুকরণের যোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট।(১) অথচ সকল আম্বিয়া (আঃ) মা'সূম সাহিবেওহী।

(খ) ইসমত যখন নবীসত্তার অপরিহার্য সিফাত নয় যেমন তাফহীমাত দ্বিতীয় খন্ডের তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং প্রত্যেক নবী থেকে ইসমাত পৃথক হওয়া সম্ভব। মওদূদী সাহেবের বক্ত্যানুসারে বাস্তবেও তাই হয়েছে। সুতরাং তখন তো কোন নবীই মিয়ারে হক থাকবেন না।

(গ) মওদূদী সাহেব তাফহীমাত দ্বিতীয় খন্ডের তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'প্রত্যেক নবী থেকে কোন না কোন সময় ইসমাত উঠিয়ে গুনাহ হতে দেয়া হয়েছে' এখানে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্তর্ভূক্ত আছেন। সুতরাং হুযুর (সাঃ) ও মিয়ারে হক নন। কারণ কি গ্যারান্টি আছে যে, ইরশাদগুলো সে সময়কার নয়, যখন ইসমাত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। দেখুন মওদূদী সাহেবে এটাও বলেননি যে, সে সব ভুল ত্রুটি ও গুনাহ হওয়ার পর তা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। বরং ইসমাত উঠিয়ে নেয়ার দর্শন সম্পর্কে হাস্য সম্পদ আলোচনার অবতার না করেছেন, ভুল এজন্য করান হয়, ইসমাত এজন্য উঠিয়ে নেয়া হয়, যাতে মানুষ আম্বিয়া (আঃ)দেরকে খোদা মনে না করে। বরং জেনে নেয় তারাও মানুষ।

---

(১) এর জলন্ত প্রমাণ হল তিনি তাফহী মুল কুরআন ইত্যাদীতে হযরত নূহ (আঃ) হযরত, য়ূনুস (আঃ) ও হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছেন, সমালোচনা করেছেন, জঘন্য নিন্দাবাদ করেছেন। অনুবাদক।

www.pathagar.com

(ঘ) মিয়ারে হক হওয়ার জন্য মাসূম বা সাহিবে ওহী হওয়া আবশ্যক নয়। কারণ আভিধানিক অর্থে মিয়ার বলা হয় সে জিনিষকে যদ্দারা কোন বস্তুর পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়। যাকে পরিমাপ যন্ত্রও বলা হয়। বা যদ্দারা ভাল মন্দ গুণমান নির্ণয় করা হয়, যেমন কষ্টি পাথর। সুতরাং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার কথা কাজ নবীর কথা কজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, এবং নির্ভরযোগ্য হবে, তবে তিনি মিয়ারে হক হবেন। চাই তিনি মা'সূম হোন বা মাহফুজ, তার উপর ওহী অবতীর্ণ হোক বা তিনি ইলহাম প্রাপ্ত হন। এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার মাঝে পরিপূর্ণ ঈমান, শরীআতের অনুসরণ ও দীনের উপর অটলতা ও দৃঢ়তা পাওয়া যায় তিনিও হকের মিয়ার হতে পারবেন। বিশেষতঃ যাদের সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) এর সাক্ষী রয়েছে তারা অবশ্যই মিয়ারে হক হবেন। কারণ নবীর প্রত্যেক কথা ওহী। ইরশাদ হয়েছে,

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى (النجم)

অর্থঃ- এবং সে মন গড়া কথা বলেনা, এটা তো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, (সূরা নাজমা) এবং কুরআন করীমের যেসব আয়াত ও হাদীছ যেখানে মুতলাকভাবে (কোন প্রকার কয়েদ ছাড়া) কারো অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারাও নিঃসন্দেহে মিয়ারে হক হবেন। যেমন সূরা লুকমানে ইরশাদ হয়েছে

واتبع سبيل من اناب الىّ -

অর্থঃ- যে, বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর।

উক্ত আয়াতে ইনাবাত ইলাল্লাহ (এক নিবিষ্ট চিত্তে আল্লাহর প্রতি রুজু হওয়াকে মুতলাকইত্তিবার (কয়েদহীন অনুসরণের) কারণ নির্ধারণ করা হয়েছে। সূরা তাওবায় ইরশাদ হয়েছে

يايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين -

www.pathagar.com

অর্থঃ– হে মুমিন গণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং সাদিকীনদের (যাদের কথা, কর্ম, সব কিছু শরীআত ও সুন্নাত অনুযায়ী হয় সৎকর্ম যাদের মজ্জাগত জিনিষে পরিণত হয়েছে তারা সাদিকীন। অনুবাদক) সাথে থাক। উক্ত আয়াতে সিদক, কে (মা য়্যাতে মুতলাকে) সাহচর্যের কার্যকারণ বলা হয়েছে।

সূরা নিসায় ইরশাদ হয়েছে

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ٥

অর্থঃ– কারো নিকট হক প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে তবে যে, দিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ আবাস !

উক্ত আয়াতে রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ এবং আহলে সুন্নাতওয়াল জামাআতের ইজমার ত্যাগ করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সূরা য়ূনুসে ইরশাদ হয়েছে–

الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الاخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ٥

অর্থঃ– জেনে রাখ, আল্লাহর ওলীদের (বন্ধুদের) কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না, যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া (যাবতীয় নিষেধ থেকে বিরত থাকাও সমস্ত আদেশ পালন করার নাম তাকওয়া সর্বোপরি সর্বক্ষণ আল্লাহর ভয় রাখা) অবলম্বন করে, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে, আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই। এটাই মহাসাফল্য।

www.pathagar.com

উক্ত আয়াতে পরিপূর্ণ ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারীদেরকে আল্লাহর ওলী বলা হয়েছে এবং তাদেরকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা হামীম সিজদায় ইরশাদ হয়েছে

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون نحن اولياؤكم فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة ولكم فيها ما تشتهى انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ٥

অর্থঃ– যারা বলে আমাদের প্রতি পালক আল্লাহ, অতঃপর অবিচলিত থাকে তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা এবং বলে তোমরা ভীত হবে না এবং তোমাদের যে, জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়ে ছিল তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে, সেথায় তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চাহে এবং সেথায় তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষথেকে আপ্যায়ন।

উক্ত আয়াতে ঈমান, ইসতিকামাতকে (দ্বীনের উপর অটল অবিচল থাকা) নির্ভর যোগ্যতা ও ফিরিশতাদের বন্ধুত্বের কারণ বলা হয়েছে। মুদ্দা কথা, ইনাবত, সিদক মুসলমানদের ইজমার(১) অনুসরণ, ভিলায়েত (ওলী হওয়া) ঈমান ও ইসতিকামাত(২) ইত্যাদি গুণাবলী কারো নির্ভরযোগ্য হওয়া ওমিয়ার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

---

(১) لا تجتمع امتى على الضلالة আমার উম্মত কখনও গুমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ হবেনা, উক্ত হাদীছ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, এ উম্মতেরইজমার সাথে আল্লাহ তাআলা ইসমাত রেখেছেন। সুতরাং ইজমা ও মিয়ারে হক। অনুবাদক,

www.pathagar.com

সুতরাং মিয়ারে হক হওয়ার জন্য ইসমাত আবশ্যক নয়। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খোদায়ী হিফাযত কেবল নবুওয়াতের উপর সীমাবদ্ধ নয়। আম্বিয়া (আঃ)এর হিফাযতকে ইসমাত ও বুযুর্গানেদীনের হিফাযতকে হিফাযত শব্দে আখ্যাদেয়া হয়। তবে অবশ্যই উভয়ের ফলাফল ও অপরিহার্য গুণাগুণ, বিভিন্ন। সারকথা মওদূদী সাহেবের উক্ত দফা কুরআন হাদীছ ও সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মুসলমানদেরকে এর থেকে বিরত থাকা যরুরী।

---

(২) কুরআন করীমে সীরাতে মুসতাকীমের পরিচয় দিতেগিয়ে ইরশাদ হয়েছে—

اهـدنا الصراط المستقـيم صراط الـذين انعمت عليهم -

অর্থঃ— আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর, তাদের পথ যা দিগকে তুমি অনুগ্রহ করেছ। উক্ত আয়াত থেকে প্রতিভাত হয় সীরাতে মুসতাকীম বা সরল পথ ও হিদায়াত হল, অনুগ্রহ প্রাপ্তদের পথ, অনুগ্রহ প্রাপ্ত কারা কুরআন করীমের অন্য আয়াতে এর তাফসীরে ইরশাদ হয়েছে —

o اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا o

অর্থঃ— কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করলে, সে নবী, সাদিকীন, শহীদ, ও সালেহীন যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন তাদের সংগী হবে, এবং তারা কত উত্তম সংগী। এ আয়াত থেকে সস্পষ্ট বুঝা যায় যে, নবীগণ, শহীদ, সিদ্দীক ও সালিহীন হলেন আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত। আর প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে অনুগ্রহ প্রাপ্তদের পথ হল সীরাতে মুসতাকীম বা হিদায়াত। এখন নির্দিধায় বলা যায় যে নবী দের পথ যেমন, সীরাতে মুসতাকীম তেমনি, শহীদ সালিহীনদের পথ ও সীরাতে মুসতাকীম। সুতরাং তারা অবশ্যই মিয়ারে হক হবেন। অনুবাদক

সমাপ্ত

www.pathagar.com

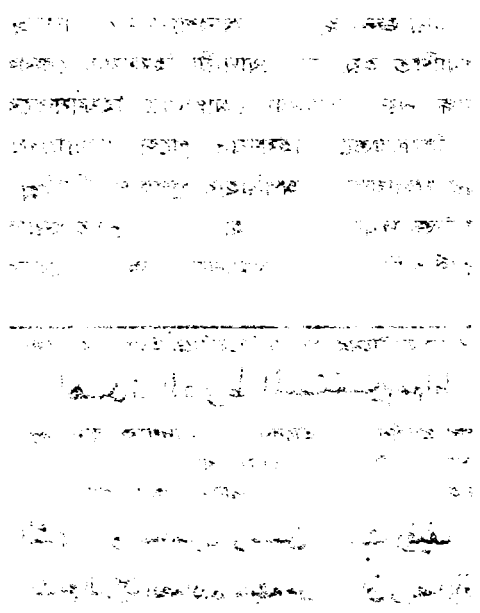

www.pathagar.com